ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 April, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পয়লা বৈশাখে ব্যবসায়ীরা দোকানে প্রতিষ্ঠানে গণেশের মূর্তি স্থাপন করেন। তাই সোমবার জনৈক ব্যবসায়ী মূর্তি নিয়ে যান দোকানে। নিজস্ব ছবি।

লকডাউন ঐতিহ্যবাহী মেলা বন্ধ, হালখাতা যাত্রাও হবে না রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। করোনা মহামারির প্রকোপে ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুণ্যার্থীরা পূজা দিতে যেতে পারবেন না। হালখাতা যাত্রা করাতে পারবেন না কেউ। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির আশায় বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখে ব্যবসায়ীরা হালখাতা যাত্রা করেন। যুগ যুগ ধরে এই প্রথা চলে আসছে ত্রিপুরায়। কিন্তু এবার শুধু মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নয়, সমগ্র ত্রিপুরায় মন্দিরে পূজায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যের ধর্মীয় স্থানে জনসমাগম বন্ধ সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

১৫০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা শুরু হয়েছেউ লকডাউনের জন্য নিয়ম রক্ষায় পূজার্চনা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু, মানুষের প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পয়লা বৈশাখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে

আজ দিক নির্দেশ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের ভবিষ্যৎ কি হবে, তা নিয়ে মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মনে করা হচ্ছে এই ভাষণে তিনি দেশবাসীকে স্পষ্ট দিক নির্দেশ দেবেন আগামী দিনের জন্য। একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে হওয়া বৈঠকের তিনদিন পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে আর্থিক গতিবিধির ক্ষেত্রে লকডাউন কিছুটা শিথিলের ঘোষণা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৈঠক থেকে বেরিয়ে তিনি টুইট করেছিলেন যে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই খবরের কোন সত্যতা স্বীকার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে পঞ্জাব, ওডিশা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এর মত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা লকডাউন এর মেয়াদ বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। সেই মেয়াদ বাড়িয়ে তারা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত করতে বলেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণমন্ত্রী তরফ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে দেশের ১৫ টি রাজ্যের ২৫ টি জেলায় বিগত ১৪ দিন ধরে নতুন করে করুণায় আক্রান্ত হওয়র কোন খবর নেই। মনে করা হচ্ছে এইসব জেলাগুলিতে লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর মতন বিশ্বের তাবড় নেতারা এখন ধন্দে আছে যে লকডাউন এবং আংশিক লকডাউন শিথিল করার সিদ্ধান্ত এর রূপরেখা কিভাবে তৈরি করবে।

ভারতে রোজই বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনা- পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হল। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। ফলে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু ৩৫

জরুরি সামগ্রী ও ক্রমাগত উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ইউনিটে ছাড় রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। লকডাউন চলাকালীন ত্রিপুরার স্বার্থে কিছু জরুরি সামগ্রীর উৎপাদন কেন্দ্র এবং ক্রমাগত উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ইউনিটগুলি চালু রাখার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে সমস্ত জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি সুনিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সময় ত্রিপুরার পরিস্থিতি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এ-বিষয়ে স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু জানিয়েছিলেন, লকডাউন বাড়বে, তা অনেকটাই নিশ্চিত। কিন্তু ত্রিপুরার মতো রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে লকডাউনের প্রভাব বহন করা অনেকটাই মুশকিল। তাই মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার পর ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত দফতর-প্রধানদের এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় বলেন, জরুরি সামগ্রী এবং বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র লকডাউনের সময় চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তিনি সরকারি ওই আদেশনামাও টুইটারে দিয়েছেন। এতে দেখা গেছে, খাদ্য এবং জরুরি সামগ্রী ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গতি বেড়েছে নমুনা সংগ্রহে, রাজ্যে করোনা পরীক্ষা ৫৬৩ জনের, পজিটিভ ২, নেগেটিভ ৫১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় নমুনা পরীক্ষার গতি বেড়েছে। অবশ্য, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে অতিরিক্ত ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৮০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ২ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এছাড়া ৫১৩টি নমুনার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বাকি ৫০টি রিপোর্ট অপেক্ষায় রয়েছে। এদিকে, রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত প্রথম মহিলার দ্বিতীয় রিপোর্টটিও নেগেটিভ এসেছে। আজ একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

করোনা সংকটে কাবু গোটা দেশ। স্বাভাবিক ভাবে ত্রিপুরা এমন-কি উত্তর-পূর্বাঞ্চল সেই ভাইরাসের প্রকোপ থেকে বাঁচেনি। অবশ্য সিকিমে এখনও করোনায আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি। অসমে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছে।

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০,৭৩৬ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১০,০২৬ জন ১৪ দিনের পর্যবেক্ষণ সময়সীমা অতিক্রম করেছেন। বর্তমানে ৭১০ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৮৩ জন প্রাতিষ্ঠানিক এবং ৫২৭ জন বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। আজ স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৫৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫১৫টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। ২ জন পজিটিভ এবং ৫১৩ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে কৈলাসহর-কুমারঘাট প্রধান সড়ক অবরোধ করলেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৩ এপ্রিল।। পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে কৈলাসহর-কুমারঘাট প্রধান সড়কের পূর্ব কাউলিপুরা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করল এলাকাবাসী। অবরোধের ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছুটে এলে পরিস্থিতি সামাল দেন। জলের লাইনে অবৈধভাবে মোটর সংযোগ করা দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে।

প্রসাসন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রবিবার বাধ্য হয়ে এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করে। ঘটনাস্থলে কৈলাসহর থানার পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা ছুটে যান। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা অবরোধ থাকার পর অবশেষে অবৈধ মোটর সংযোগকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে এলাকাবাসী অবরোধ তুলে নেয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই সমস্যা দীর্ঘ ১০ থেকে ১৫ বছরের। এলাকায় আনুমাণিক ৩০টি পরিবার রয়েছে যারা পানীয় জলের পাইপ লাইনে অবৈধভাবে মোটর সংযোগ করে প্রতিদিন জল নিচ্ছে।

যার ফলে গ্রামের শেষ প্রান্তে এক ফোটা জল পৌঁছাচ্ছে না। এব্যাপারে অভিযুক্তদের বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা মোটর সংযোগ ছিন্ন করেনি। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো হলেও তা ব্যর্থ হয়। বর্তমানে লকডাউন চলায় বিকল্প উৎস থেকেও পানীয় জল সংক্রহ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্থানীয়দের। তাই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আজ রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা।

ঘটনার খবর পেয়ে ডিসিএম রুপা ভট্টাচার্য ও কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকাবাসীর সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে পরিস্থিতি

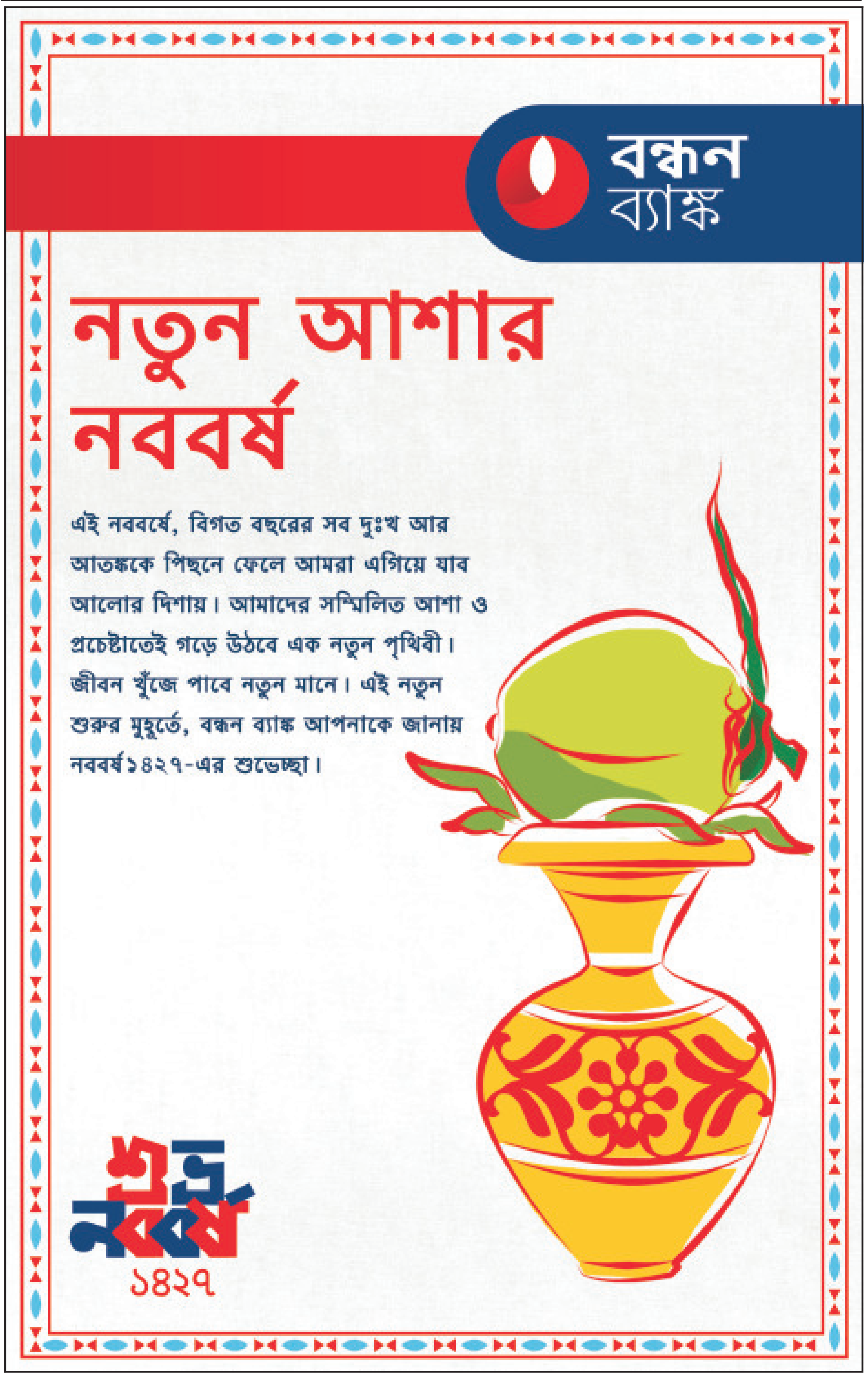

ধর্মনগরে আগুনে পুড়ল কাঠের গুদাম যতনবাড়ীতে ফায়ার স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর/শান্তিরবাজার, ১৩ এপ্রিল ।। সোমবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই ধর্মনগর পুরসভার অন্তর্গত দক্ষিণ হুরুয়ার ১০ ওয়ার্ড এলাকার মো ঃ চাঁন মিঞার কাঠের গোডাউন। গোডাউনের মালিক চাঁদ মিঞা জানিয়েছেন, আগুনে প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

কিভাবে এই আগুন লাগলো তা বলতে পারছেন না চাঁদ মিঞা। সময়মতো দমকল বাহিনী চাঁদ মিঞার কাঠের গোডাউনে না পৌঁছলে চাঁদ মিঞার পুরো বসত বাড়িটাই আগুনের লেলিহান শিখায় ভষ্মীভূত হয়ে যেত। অল্পতে বেঁচে গেল চাঁদ মিঞার বসত বাড়ি। এদিকে রাস্তা ছোট হওয়ার কারণে দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে পৌঁছাতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

করোনার এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ধর্মনগর মহকুমায় বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তবে আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা মোকাবিলা করছে দমকলবাহিনী কর্মীরা, সঙ্গে রয়েছে আরক্ষা দপ্তর।

এদিকে, রবিবার রাত আড়াইটা নাগাদ যতনবাড়ি ফায়ার স্টেশনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

১৪২৭ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মঙ্গলবার জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই বুধবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ১৮৪ ■ ১৪ এপ্রিল ২০২০ ইং ■ ১ বৈশাখ ■ মঙ্গলবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নববর্ষে করোনা মুক্তির সাধনা

আজ বাংলা নববর্ষ নীরবে নিভৃতে আসিয়াই বিদায় নিতে চলিয়াছে। ১৪২৭ বঙ্গাব্দের এই সূচনা লগ্নের এমন নিষ্প্রভ ঘটনার কথা কি কোনও দিন ভাবা গিয়াছিল? করোনায় বিধ্বস্ত পৃথিবীতে যখন মৃত্যুর মিছিল, মানুষের প্রাণ বাঁচানোই এখন বড় কথা তখন এই দুঃসময়ে ১৪২৭ বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরু। এই একের পর এক বঙ্গাব্দ অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু পৃথিবীতে এমন দুঃসময় ইতিপূর্বে আসে নাই। এই বিশ্বের তাবড় বৈজ্ঞানিকরা যখন চাঁদ ও মঙ্গলে পাড়ি জমায়, এক গ্রহ হইতে আরেক গ্রহ জয়ের জন্য অবিরতা গবেষণা চলে, বৈজ্ঞানিকদের এই বিশ্বজয়, চাঁদ মঙ্গল জয়ের দুর্নিবার চেষ্টা যখন অবিরত চলিতেছে তখন ভাইরাস পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে, তছনছ করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞান ও মানুষের সাফল্য সেখানে মুখ থুবরাইয়া পড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিচলিত হয়। লকডাউনের মাধ্যমে গোটা দেশকে স্তব্ধ করিয়া দিতে হইয়াছেন। শুধু ভারতবর্ষেরই ১৩০ কোটি মনুষ আজ ভাইরাস মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত। করোনায় বিশ্বে মৃতের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিশ্বের শক্তিধর দেশ আমেরিকায় মৃত্যুর সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়াইয়া গেল। রবিবার সকাল পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২০, ৬০০। মোট ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়াছেন। এই হিসাব জন হনকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরদারী কেন্দ্রের। স্পেন, ইতালী, জর্মানী, ফ্রান্স মিলাইয়াও এত মানুষ সংক্রমিত হয় নাই। রবিবার হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৯ হাজার ছাড়াইয়া গিয়াছে। সংক্রমণ দেখা দিয়াছে ১৯৩টি দেশে।

২০২৬ বঙ্গাব্দও করোনার জন্য ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করিয়া নিবে। বর্ষ বিদায় ও বর্ষ শুরুর মধ্যে তো করোনার কান্না প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। স্মরণ কালের মধ্যে বা ইতিহাসে এমন পরিণতি দেখা যায় নাই যে, এমন করুন দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত পরিস্থিতি। বাংলা নববর্ষ নানা অনুষ্ঠানে বরণ করা হইত। নানা অনুষ্ঠানে হইত গাজন ও চৈত্র পরবের অনুষ্ঠান। সেই চরক গাছ আমরা কি ভুলিয়াছি? করোনা সব কিছুকেই তছনছ করিয়া দিয়াছে। বাংলা নববর্ষে ঘরে বসিযাই পালন করা যাইবে না এমন তো নয়। এই নববর্ষই তুলিয়া আনুক ইতিহাস। যে ইতিহস মানুষকে পথ দেখায়, দুঃখ ও বেদনায় ও ধৈর্য্য না হারানোর পথ দেখায় এই নববর্ষ। নববর্ষ আজ ঘরের মধ্যে পালিত হইবার ইতিহাসও তো কেউ ভুলিবে না। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসকে কি আমরা নতুন করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিতে পারি না। বাংলার ইতিহাস তো অগ্নিক্ষরা ইতিহাস। শিক্ষার ইতিহাস, ব্যাপ্তির ইতিহাস। আমরা কি এই দুঃসময়ে স্মরণ করিতে পারি না ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তারা শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বাংলার সাহিত্যের দিকপালদের কি স্মরণ করিতে পারি না। আমরা পিছনে ফিরিয়া তাকাইতে পারি না, সেই ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তরের কথা কি আমরা ভুলিতে পারি? সেই বঙ্গাব্দের ছিয়াত্তরে বাংলার পঞ্চাশ হাজার মানুষ অনাহারে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। আজ সেই দূর্যোগ তো দরজায় কড়া নাড়িয়াছে। মৃত্যুর মিছিল আটকাইতে গিয়া লকডাউনের ঘটনা তো দেশকে অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছাইয়া দিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে সময় লাগিবে। কত বঙ্গাব্দ পাড় করিলে ভারত ও বিশ্ব জাগিয়া উঠিবে বলা মুশকিল। ভাইরাসের ভয়ংকর থাবায় বঙ্গাব্দের সূচনা কোন্ বিশ্বকে আনিয়া দাঁড় করা ইবে? দুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত মানুষ তবু নতুন বাংলা বছরকে বরণ করুক। কামনা করুক এই বঙ্গাব্দেই যেন পৃথিবী ঘুরিয়া দাঁড়ায়। বিধ্বস্ত নতুন পৃথিবী রোগমুক্তির স্বপ্ন পূরণ সফল হউক। নববর্ষে ইহাই হউক একান্ত কামনা।

পড়ুয়াদের নতুন ভাষা শেখার পরামর্শ উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের সময় মোবাইলে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে নতুন ভাষা শেখা ও সমাজ সেবায় পড়ুয়াদের নিয়োজিত হওয়ার পরামর্শ দিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।

সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাখনলাল চতুর্বেদী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি, পন্ডিচেরি, হায়দ্রাবাদ, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। বৈঠকে অনলাইনের মাধ্যমে লেখাপড়া নিয়েও আলোচনা হয়। লকডাউন পরিস্থিতিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য উপাচার্যদের প্রযুক্তির সাহায্য নিতে বলেন উপরাষ্ট্রপতি। অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের যে প্রযুক্তি তা অধ্যায়ন, গবেষণা ক্ষেত্রে পুরো মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত বলে জানান উপরাষ্ট্রপতি। এই সময়টাকে লেখাপড়া করে সৎ ব্যবহার করার পরামর্শ যাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের দেন সেই কথাও বৈঠকে বলেন উপরাষ্ট্রপতি। ই - পাঠক্রম এর মাধ্যমে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি বলেন সব সময় মোবাইলে আবদ্ধ না থেকে পড়ুয়াদের নতুন ভাষা শেখা উচিত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। তাই প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখন অনলাইনের মাধ্যমেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে সাহায্যের হাত বাড়াল ফোর্ড মোটর কোম্পানি

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে সাহায্যের হাত বাড়াল ফোর্ড মোটর কোম্পানি। বর্তমানে লকডাউনের আওতায় থাকা গ্রাহকদের অসুবিধা কমাতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে ফোর্ড। গ্রাহকদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করতে নতুন গাড়ি বুকিংয়ের পাশাপাশি পরিষেবা এবং ওয়ারেন্টির সময়কাল বাড়িয়েছে সংস্থাটি।

যেসব গ্রাহকরা আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নতুন ফোর্ড গাড়ি বুকিং করেছেন বা বুকিং করার পরিকল্পনা করেছেন তারা গাড়ি ডেলিভারির সময় সম্পূর্ণ মূল্য সুরক্ষা পাবেন। সমস্ত ফোর্ডের গাড়িতে যেখানে ওয়ারেন্টির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। যেসমস্ত গাড়িগুলির ওয়ারেন্টি পিরিয়ড মার্চ মাসের ১৫ তারিখ থেকে ৩০ মে এর মধ্যে শেষ হবে সেগুলির পরিষেবা বাড়িয়ে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। এই বর্ধিত ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের জন্য কোনও বাড়তি চার্জ দিতে হবে না গ্রাহকদের। গাড়ি কেনার পরবর্তী বিনামূল্যে পরিষেবা সহ সমস্ত সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিন মাসের বাড়তি সময় দিচ্ছে ফোর্ড।

নৌসেনার কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ছাড়া পেলেন ৪৪ জন ইরানীয় নাগরিক

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): প্রায় এক মাস ভারতীয় নৌসেনার কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর ছাড়া পেল ৪৪ জন ইরানীয় নাগরিক। এদের মধ্যে ২৪ জন মহিলাও রয়েছে। ১৩ মার্চ থেকে এদের মুম্বইয়ে ঘটকোপারের নৌসেনার কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। সোমবার তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন ২৮ মার্চ এদের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় এদের শরীরে করোনার কোনও সংক্রমণ পাওয়া যায়নি। পরে তাদের সি ১৩০ বিমানে করে শ্রীনগর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে যে এরা প্রত্যেকেই আগে কাশ্মীরের বাসিন্দা ছিলেন। পরে ইরান এগিয়ে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকাকালীন নৌবাহিনী চিকিৎসক দল এদের ওপর প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণে রাখত। এদের সুবিধার জন্য সাফাই কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল। এদের খাবার গুরুত্বসহকারে বানানো হতো। এই সকল নাগরিকদের তাদের পছন্দমতো খাবার দেওয়া হতো।কোয়ারেন্টাইনে এদের মনোরঞ্জনের জন্য টিভি, গ্রন্থাগার, জিম, ইনডোর গেম এর ব্যবস্থা ছিল।

হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

শান্তনু রায়

দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত চার হাজার পার হয়ে গেল মৃত এপর্যন্ত ১১৪। দেশের এ দুঃসময়ে নিজামুদ্দিনে তবলিঘি-জমায়েতের অবিমৃষ্যকারী কার্যকলাপের ফলে করোনা সংক্রমণের ব্যাপকতা আন্দাজ না করতে চাওয়া কতিপয় কু-তর্কে মেতে উঠেছেন ধর্মীয় বিভাজনের অজুহাত তুলে।

সরকারী হিসেবে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৪৪৫ জনকে শনাক্ত করা গেছে যারা তবলিগ-ই ফেরত—যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ এ পর্যন্ত নিভৃতবাসে (কোয়ারেন্টাইন) পাঠানো হয়েছে তবলিগি সদস্য ও তাদের সংস্পর্শে আসা ২৫৫০০ জনকে।

লক্ষ্যণীয় দিল্লিতে হঠাৎ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ এপ্রিলের এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বয়ান অনুযায়ী ওই সমাবেশে যোগ দেওয়া ৪৪১ জনেরশরীরে করোনার উপসর্গ তখন পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। এ থেকেই হয়ত আন্দাজ করা যায় অবস্থাটা কেমন। জমায়েতকারীর সংখ্যাটা শুরুর দিকে যা ভাবা হয়েছিল বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি বলেই মনে করছে দিল্লি পুলিশ। এখনো প্রায় ৮০০ বিদেশি তবলিগ জামাত সদস্য দিল্লির বিভিন্ন মসজিদে লুকিয়ে রয়েছে বলে অনুমান। এরমধ্যেই ঐ সমাবেশে যোগ দেওয়া এবং দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকা আট মালয়েশীয়কে বিমানবন্দর থেকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ যখন তারা বিশেষ বিমানে উঠে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকার বাংলেওয়ালি মসজিদে আসা যে প্রথম এগার জনের দেহে করোনা ভাইরাসের পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায় তারা ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক। উল্লেখ্য, পৃথিবীর চল্লিশাধিক বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ থেকে ১৫ মার্চ চলা ঐ ধর্মীয় জমায়েতে যোগ দিতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই (বিদেশিরাও) ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গেছেন—যাদের অনেককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই বিপর্যস্ত অবস্থার মাধে সরকারি প্রশাসন পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এদের খুঁকে খুঁজে বের করার এক দুঃসাধ্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী দেশজুড়ে তল্লাশি চালিয়ে এ পর্যন্ত ওই জমায়েতে যোগ দেওয়া প্রায় ৬০০০ জনকে চিহ্নিত করা গেছে। সংক্রমণের ব্যাপকতা আন্দাজ করে স্বাস্থ্য প্রশাসনের রাতের ঘুম টুটে গেছে। এই ঘটনার ফলে অবস্থাটা কি ভয়ংকর মোড় নিয়েছে তা অনেকেই বুঝতে চাইছেন না দোষীদের অপরাধ লঘু করতে। আশংকা করা হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ বা বিদেশি সংযোগে এদেশে এই মারণ রোগের যে সূত্রপাত হয়েছিল নিজামুদ্দিনের ঘটনা যেন দেশকে গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে ঠেলে দিল। কেন্দ্রীয় সরকারও দিল্লির আপ সরকারের প্রাথমিক গাফিলতি থাকলেও এই ঘটনার জন্য প্রধানত দায়ী তবলিগ-ই-জমায়েত কর্তৃপক্ষ। যদিও তারা এবং তাদের হয়ে স্বনিয়েজিত একশ্রেণীর মুরুব্বিরা এখন সব দায় সরকারের দিকে ঠেলে দিয়ে অজুহাত দিচ্ছেন সরকার আকস্মিক লকডাউন ঘোষমা করায় জমায়েতে উপস্থিত সদস্য ও প্রতিনিধিরা বাড়ি ফিরতে না পারার কারনে ওখানে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাস্তবে এটি মুখরক্ষায় এক অনৃতভাষণ ব্যতীত কিছু নয়।

প্রসঙ্গত লকডাউন ঘোষণা না করলেও মুসলিমধর্মালম্বী রাষ্ট্র পাকিস্থানে এই ধরনের জমায়েতে অনুমতি দেয়নি ইমরান খানের পাকিস্থান সরকার। ইন্দোনেশিয়ায়ও এ ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ হয়েছে। এদেশের 'হিন্দুত্ববাদী' সরকার অবশ্য তেমন নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি ধর্মীয় আবেগের কথা মনে রেখে। কাজেই সরকারী দায়ী। তবে আশার কথা এতে সরকারি স্তরে কোন 'ষড়যন্ত্রে'র গন্ধ এখনো মুরুব্বিরা খুঁজে পাননি। তবে চলছে রাজনীতির চাপন উতোর। একথা আজ সকলেরই জানা যে এদেশে এ ব্যাধির সংক্রমন ঘটেছে বাইরের দেশ থেকে---প্রথম সংক্রমন ধরা পনে সম্ভবত জানুয়ায়ী। তখন থেকেই প্রশাসনিক স্তরে আরো দুরদর্শিতা

ও সক্রিয়তা বাঞ্ছনীয় ছিল—আমাদের সকর্তকাও। কারণ ১১ মার্চ থেকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সব ভিসা স্থগিত রাখা হলেও বিদেশ থেকে আসা ভারতীয় বা বিদেশিদের বাধ্যতামূলক গৃবন্দী থাকার নির্দেশ রাজ্যস্তরে প্রথমদিকে কঠোরভাবে কার্যকরী না হওয়ায় সম্ভবত বিদেশি ধর্মপ্রচারকদের এদেশে প্রবেশে অসুবিধে হয়নি। এব্যাপারে একটু ঘটনাবলীর কালানুক্রম লক্ষ্য করা যাক।

ফেব্রুয়ারির অন্তিম তিন দিনে তবলিগ-ই জামায়েতের এক বিশাল সম্মেলন হয় মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুরে। সেখান চিন ও ভারত সহ পৃতিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মীয় প্রতিনিধিরা যোগ দেন যাদের সংখ্যা আনুমানিক ১৬ হাজার। মনে রাখতে হবে এর অনেক আগেই চিনে ও মারণব্যধির সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। যাহোক এই জমায়েতের ফলে মালয়েশিয়ায় এ ব্যধির সংক্রমণ শুরু হল। সেদেশের সরকার মসজিদ বন্দ করে দেয়ে মার্চের ১৩ তারিখ নাগাদ এবং ঘোষণা করে সেদেশের আক্রান্ত প্রায় সাত শত জনের মধ্যে অনুমানিক ৬৫ শতাংই তবলিগের অনুষ্ঠানে যোদগানকারী।

এও ক্রমে প্রকাশ পেল যে ওই জমায়েত থেকে কেবল মালয়েশিয়া নয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আরো পাঁচটি দেশ---সিঙ্গাপুর, ফিলিপিনস, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া এবং ব্রুনেইতে ও এ রোগের সংক্রমণ হয়েছে।

নিজামুদ্দিন মার্কেজে তবলিগির জমায়েতে প্রায় ৪২ টি দেশের প্রতিনিধি ছিলেন—৯ জন ছিলেন চিন থেকে, যে চিন বিশ্বব্যাপী আপন বাণিজ্যিক আগ্মাসনকে বিস্তৃত করতে এই ভাইরাসের উদ্ভাবন করে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। বিশ্বব্যাপী এই অতিমারি সংক্রমণের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে এক ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য চিনের শাস্তির দাবি অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত। চিন সহ অন্যান্য দেশ থেকে সম্মেলনে আসা বিদেশি প্রতিনিধিরা অধিকাংশই এসেছেন পর্যটক ভিসা নিয়ে প্রসঙ্গত পর্যটক ভিসা নিয়ে এসে ধর্মীয় সমাবেশে যোগদান ও ধর্মপ্রচার করা যায় না। ভিসার সেই শর্ত লঙ্ঘনের কারণে ইতিমধ্যেই তবলিগি জামায়তে সম্মেলনে যোগ দেওয়া ৯৬০ জন বিদেশিকে কালো তালিকা ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কিন্তু আশংখার বিষম এই যে তবলিগ ফেরত এই বিদেশি পর্যটকেরাও অনেকে ভারতের অনেক স্থানে ছড়িয়ে গেছেন সংক্রমণ নিয়েই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এবং এখন এদের অনেকে বিভিন্ন মসজিদে লুকিয়ে আছেন।

পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এখন দায়িত্ব এদের খুঁজে বার করে কোরেন্টাইনে পাঠানো বা হাসপাতালে ভর্তি করা চিকিৎসার জন্যে।

খবরে প্রকাশ এ রাজ্যে তবগিল ফেরত অধিকাংশ প্রতিনিধিদের (৪০ জন বিদেশি সহ) ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা গেছে। আরো অনেকে ফেরার অপেক্ষায়। সমস্যা হচ্ছে এরা ফিরেও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে তবলিগ জমায়েতে যোগদানের কথা গোপন রাখছেন এবং কোনরকম সহযোগিতা করছেন না।

আবার কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তবলিগে যোগদানকারিদের তালিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়ার জন্য গ্রামে ঢুকতেই তাদেরকে মারধর এবং তাদের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত। কলকাতা ও লাগোয়া এলাকার অনেক মসজিদ তবগিল ফেরত অনেকে লুকিয়ে আছেন বলে রাজ্য পুলিশের অনুমান।

তবলিগ কর্তৃপক্ষেক অজুহাত---হঠাৎ লকডাউনে ঘোষণার ফলে এরা নিজের দেশে বা রাজ্যে ফিরে যেতে পারেননি, ধোপে টেকেনা। প্রথমত মালয়েশিয়ার সম্মেলন থেকেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে ও ব্যধির ব্যাপক সংক্রমণ এবং এব্যাপারে মালয়েশিয়া সরকারের ঘোষণা তাদের জানা ছিল না একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষত যখন এই সংক্রমণের সংবাদ নিউইয়র্ক টাইমস এমনকি একটি সুপরিচিত আরব সংবাদ সংস্থাও জানিয়েছিল। এতসব জানার পরেও এবং ওই সময়ে পাকিস্তানে জমায়াতে সংক্রমণের আশঙ্কায় সেদেশের সরকারের অনুমতি না দেওয়া থেকে কোনরকম সতর্ক না হয়ে ব্যাপক সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েও, নিজামুদ্দিনে এত লোকের জমায়েতের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তবগিল কর্তৃপক্ষ। যদিও ইতিমধ্যে দিল্লি সরকারের তরফ থেকে ১২ মার্চ এক আদেশে ২০০ জনের বেশি জমায়েত করতে নিষেধ করা হয়েছিল। পরে এই সংখ্যা কমিয়ে সর্বাধিক ৫০ জন্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ততদিনে এদেশের বিশ্বনাথ মন্দির সহ অধিকাংশ মন্দির এবং বিশ্বের অনেক দেশের মসজিদ চার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তবলিগ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ নিছক ধর্মীয় আবেগের ব্যাপক ছিল বলে লঘু করার চেষ্টা চললেও এ প্রকৃতপক্ষে এক অক্ষমনীয় অপরাধ। এ ব্যাপারে ২৩ মার্চ মার্কেজের প্রবীণ সদস্যদের ডেকে দিল্লিপুলিশের সতর্কীকরনের ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাকে বলা হয়েছে অপরাধমূলক অবহেলা। আবার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব এবং জাভেদ আখতারের মত শিল্পীরা এবিধ ঘটনার নিন্দা করে কোন কোন মুরুব্বির রোষানলে। লেখিকা তসলিমা নাসরিন তো এই সংগঠনটিকেই নিষিদ্ধ করার দাবি করেছেন। পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তারেক ফাতাহ ঘটনাটিকে ক্রাইম আখ্যা দিয়ে এ বিষয়ে যে মূল্যবান অভিমত জানিয়েছেন তাও অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে।

অনেকেই খেয়াল করাতে পারবেন বারংবার বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত আমাদের এ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সেইসময়ের সতর্কতামূলক নির্দেশাবলীতেও রামকৃষ্ণমিশনের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে এসময়ে বড় জমায়েত না করার পরামর্শ ছিল।

তবলিগ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী সম্মেলন শেষ হয়েছে ১৫ তারিখে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়েছে ২২ তারিখে ভোর পাঁচটা থেকে এবং লকডাউন চালু হয়েছে ২৪ তারিখ রাত ১২ টা থেকে যদি পরিবহণ বা স্বদেশের বিমানপরিষেবা বন্ধের কারণে এরা স্বস্থানে ফিরতে পারেননি এমনটাই হয়ে থাকে তবে কিভাবে এবং কেন সম্মেলনে যোগদানকারী বিদেশি প্রতিনিধিসহ আরো অনেকে আসানসোলের মসজিদে এসে গোপনে থাকতে পারনেল? ববং সংবাদে প্রকাশ ঐ জমায়েতের আপাত সমাপ্তির পর জমায়েতকারীদের একাংশ পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা দেশে ছড়িয়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যা গোপন করছেন তবলিগ কর্তৃপক্ষ। অবশ্য রেখে ঢেকে হলেও সারা ভারত জামাত উলেমা-ই হিন্দের প্রধান মৌলনা মাহমুদ মাদানিও তবলিগ কর্তৃপক্ষের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কাজ সমর্থন করেননি। যদি ধরেই নিই এই জমায়েত সম্পর্কে আগাম খোঁজখবর সংগ্রহে পুলিশ এবং প্রশাসনে গাফিলতি ও শিথিলতা ছিল, তাহলেও কি আইন এবং জনস্বাস্থবিধি লঙ্ঘনকারীর অপনাধ লঘু হয়ে যায়। এ যেন পুলিশ কেন আমায় বাধা দেয়নি, কাজেই আইনভঙ্গের বা আমার সহনাগরিকদের দেশের এতগুলি মানুষের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করতে ও তাদেরকে এক ভয়ংকর বিপদের সামনে ঠেলে দেওয়ার অধিকার জন্মায়।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যেও জমায়েত ফেরতদের মধ্যে করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় কয়েকদিন আগে পর্যন্ত অসমে এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল শূন্য। কিন্তু এই ক'দিনে এইসংখ্যা এক লাফে ২৬, ইতিমধ্যে অসম থেকে নিজামুদ্দিনে তবলিগ সমাবেশে যোগদানকারী ৪১৩ জনের মধ্যে ২৩০ জনকে চিহ্নিত করা গেছে। অন্যদিকে ইন্দোর এবং গাজিয়াবাদের ঘটনায় প্রমাণিত তবলিগ ফেরত ব্যক্তিদের অনেকে, আশংকা বাড়িয়ে, স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে সহযোগিতা তো করছেনই না বরং নিগ্রহ করছেন। হন্যে হয়ে খুঁজে সরকারী প্রশাসন এদের চিহ্নিত করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করলেও এরা সবসময় ঝামেলা করছেন, অস্বাস্থ্যকরভাবে যেখানে সেখানে থু থু ফেলে হাসপাতালে নোংরা করছেন ইচ্ছাকৃতভাবে, নার্সদের সাথে অশালীন আচরণ করছেন। অন্যদিকে। পর্যটক ভিসার এদেশের প্রবেশ করা এতজন বিদেশির মধ্যে কতজন এখনও দেশের কোথায় গোপন বাস করছেন তার সুলুকসন্ধানই সরকারের মাথাব্যথার কারণ। সংবাদে প্রকাশ এই ঘটনায় টনক নড়ায় এই ধর্মীয় সংগঠনটির কার্যকলাপ এখন দেশের বিদেশি মন্ত্রকের নজরদারির আওথায়। এই তবলিগ জামাতকে অতীতে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ব্যবহার করেছে বিভিন্নভাবে---তদন্তে এমনই উঠে আসছে। তবলিগ ব্যবহৃত হয়েছে জামাত উদ দাওয়া এবং জইশ ই মহম্মদের মৌলবাদী ভারদর্শ প্রচারের কাজেও। পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের জমি তৈরি করতে তবলিদি-ই জামাতকে ব্যবহার করে মাসুদ আজাহারও। এই জামাতের ঘনিষ্ঠ ছিলেন আইএসআই-এর পূর্বতন প্রধান জাভেদ নাসির।

আপাতত এ বিষয়টি মুলতুবী রেখে দিলেও, এই ঘটনাবলীতে গোষ্ঠীসংক্রমণে এ বিশাল দেশের দূর্বল ও অপ্রতুল স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিপর্যয়ের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আসলে ব্যাপারটা ধর্ম না হলেও এদেশের রাজনীতিতে যা হয় সব কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ধর্ম এসেই যায়—সে অভিযোগ উপস্থাপনে হোক বা আত্মপক্ষ সমর্থনেই। কিন্তু একথাও মানতে হবে একটি ভুল বা অন্যায়ের জন্য অজুহাত হতে পারে না আরেকটি ভুল কাজ।

অতএব ব্যাপারটা চিরাচরিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফ্রেমে বিচার করলে বা সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু তত্ত্ব অনুযায়ী ধর্মীয় আবেগের বশবর্তী হয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হলে বালিতে উট পাখির মুখ গুঁজে থাকার সামিল হবে। এ হিন্দু মুসলমান, জেদ, পাল্টা জেদ বা দোষারোপ-পালটা দোষারোপের ব্যাপার নয়। ব্যপারটি গোঁড়ামি বা অন্ধবিশ্বাসজনিত কুসংস্কার বনাম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিরোধ হিসেবে দেখাই উচিত, বিশেষত গত ১৯ মার্চ ঐ সংগঠনের প্রবীণ মৌলনা সাদ কন্ধালভির দেওয়া ওই জমায়েত উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে। কি বলেছিলেন মৌলনা তাঁর ওই ভাষণে।

অনুগামীদের উদ্দেশে বলেছেন—মানুষের পাপের জন্য এই করোনা ব্যাধি। বয় পেলে চলবে না। চিকিৎসাকদের কথা শুনবেন না। যদি এখানে আসার জন্য করোনা হয়, তাহলেও জানবেন, মসজিদে এসে মত্যুর আল্লার দোয়া। হ্যাঁ, ডাক্তারের কথা শুনবেন, কোন ডাক্তার, 'আল্লা মানেওয়ালা ডাক্তার'।

গত ২ এপ্রিল গোপন আস্তানা থেকে একটি অডিয়োবার্তায়ও তিনি অনুগামীদের বলেন—মৃত্যুর জন্য শ্রেষ্ঠ জায়গা হল মসজিদ। তার অনুগামী মুসলমানদের কিছু হবে না বলে বলেও দাবি করেন। দ্বিতীয় বার্তায় অবশ্য নিজে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সুর কিছুটা পরিবর্তন করেছেন।

ভিডিও দু'টি নেটিজেনার সকলেই বোধকরি দেখেছেন। কিন্তু সত্যিই কি এভাবে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে প্রশ্ন নিজের কাছেই। মারন ব্যাধি যে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ধার্মিক-অর্ধামিক সাদা-কালো কারুকেই রেয়াত করে না।

আশ্চর্যের আরো এই যে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন বা জমায়েতে যোগদান করেন প্রচুর উচ্চশিক্ষিত জনেরাও। এই একবিংশ শতাব্দীতে তাঁরাও অন্ধবিশ্বাসে এমন অবৈজ্ঞানিক অস্বাস্থ্যকর নিদানের অনুসারী হয়ে পড়লেন ভাবলে সত্যই হতাশ হতেই হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে অন্য সময়ে যারা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে সোচ্চার হন তারা অদ্ভুতভাবে কেন যেন এর পরেও এই অবিমৃশ্যকারিতার কার্যকলাপের মুরুব্বি হয়ে সাম্প্রদায়িকতা গন্ধ খুজছেন ঘটনাক্রমে এই হঠকারী অবিবেচনক কাজটি করেছেন একটি ধর্মের বিশেষ একটি ধারার অনুগামীদের গোষ্ঠী। কিন্তু এই বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে যখন প্রায় সারা বিশ্ব এই মারণব্যধির বিরুদ্ধে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে, যখন প্রয়োজন অতিদ্রুত সংক্রমণশীল ও মারণব্যধির প্রকোপ রুখতে ব্যক্তিগত এবং সংস্থা-সংগঠনস্তরে চূড়ান্ত সতর্কতা, সংবিধানতার অবলম্বন, জনস্বাস্থ্য রক্ষা বিধির কঠোর পালন একান্ত আবশ্যিক তখন প্রগতিশীল দাবি করা মহলের একাংশের এ ঘটনার দ্বিধাহীন তিরস্কারের পরিবর্তে অপকর্মটির সাথে সংশ্লিষ্টদের ধর্মবিচার করে বিষয়টিকে সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যাগুরু প্রতর্কে রূপ দেওয়ার প্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর এবং বেদানাদায়কও বটে। কিন্তু স্বাভাবিকবাবেই প্রশ্ন জাগে 'দরদী' সেজে এরা কার উপকার করছেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার বটতলা বাজারে ছিল প্রশাসনের নজর। তাই গঠন করা হয় সামাজিক দূরত্ব। ছবি- নিজস্ব।

করোনা মোকাবিলায় অসমে ৮৫ ৫৮২টি পিপিই আছে, মুকেশ আম্বানি দিয়েছেন ১০,০০০টি কিট

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : নোভেল করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের হাতে এ মুহূর্তে ৮৫,৫৮২টি পার্সনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) কিট আছে। ইতিমধ্যে মুম্বাইয়ে অবস্থিত অসম ভবনে মুকেশ আম্বানি এবং তাঁর রিলায়েন্স গ্রুপ ১০,০০০টি পিপিই কিট অসমের জন্য দিয়েছে। এছাড়া ভারত সরকার আজ নতুন আরও ৫,৪০০টি কিট যোগান দিয়েছে।

সোমবার রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকদের মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে এখন ৯১,০০০টি এন-৯৫ মাস্ক মজুত আছে। চা শ্রমিকদের প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, তাঁদের তিন স্তরবিশিষ্ট তিনটি করে মাস্ক দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেছে।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত আরও বহু তথ্য দিয়েছেন। লকডাউনের কবলে পড়ে অসমের বাইরে অন্য রাজ্যে আটক শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত মানুষ, তীর্থযাত্রী, চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন এমন মানুষ বা অন্য কাজে গিয়ে আটকে পড়েছেন, তাঁদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। এর জন্য ৯৬১৫৪ ৭১৫৪৭ নম্বরের একটি হেল্পলাইন জারি করেছেন।

এছাড়া বিদেশে আবদ্ধদের সম্পর্কে গৃহীত অন্য এক পদক্ষেপের তথ্য দিয়ে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব আরও জানান, বিদেশে আটক ২১ জনকে ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তিতে ১০০০ ডলার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি ১০০০ ডলার আগামী ২৫ এপ্রিল দেওয়া হবে। যাঁরা এখনও তা পাননি তাঁদের অসমের অর্থ বিভাগের টুইটারে টুইট করতে বলেছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে, অসমের বাইরে অন্য রাজ্যে ক্যানসার, কিডনি এবং হৃদ রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকে পড়া মোট ৯১৯ জনের ফোন এসেছে। এর মধ্যে ২১৩ জনকে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা শনাক্ত করে ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টাকা করে তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা করে দিয়েছেন। বাকিদের ভেরিফিকেশন করছেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা।

সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনেই আম্বেদকর জয়ন্তী উদযাপন করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনে বাড়ির মধ্যে থেকে আম্বেদকর জয়ন্তী উদযাপন করুন।দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে এমনই আহ্বান করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ১২৯ তম আম্বেদকর জন্ম জয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া বার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, ভারতীয় সংবিধানের স্থপতিকার ড় ভীমরাও আম্বেদকর এর জন্মজয়ন্তীতে সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই।

সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতা, আইনজ্ঞ হিসেবে দেশ এবং সমাজের ভালোর জন্য অনবরত সংঘর্ষ করে গিয়েছেন। তিনি এমন এক সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি নিজের জীবন সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য সমর্পিত করেছিলেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর যে প্রগতিশীল সংবিধান রচনা করেছিলেন তা দশকের পর দশক ধরে ভারতবাসীর আস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে।

এদিনের বার্তায় দেশবাসীকে বাবাসাহেব আম্বেদকর এর আদর্শ ও নীতিকে অবলম্বন করে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে সোশ্যাল ডিসটেন্স মেনে এবং বাড়িতে থেকেই এই জয়ন্তী পালন করার আহ্বান জানান তিনি। আম্বেদকর এর আদর্শের ভিত্তিতেই শক্তিশালী ভারত গড়ার আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

করোনা : ভারতে আটকে থাকা বিদেশি নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল(হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে ভারতে আটকে থাকা বিদেশি নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বৈধ থাকবে সকলের ভিসা। ই-ভিসার মেয়াদও একইভাবে বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

২৪ মার্চ থেকে দেশে লকডাউন চলছে। বন্ধ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে অনেক বিদেশিই নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারেননি। প্রথমে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। ফের একবার বাড়ানো হল।

এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা না হলেও আরও দু'সপ্তাহ সেই মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা। ওড়িশা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্র ইতিমধ্যেই বাড়িয়েছে মেয়াদ। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই ৪ রাজ্যে চলবে লকডাউন। কেন্দ্রও সম্ভবত সেই ঘোষণাই করতে চলেছে। ফলে গোটা দেশেই লকডাউন চলতে পারে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। ভারতে আটকে থাকা বিদেশিদেরও এই দুই সপ্তাহ থেকে যেতে হবে।

এবার ডিজিটাল পঞ্জিকাতেও মিটবে বাঙালিয়ানা

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : ১৫ এপ্রিল থেকে লকডাউন শিথিল হবে না দীর্ঘায়িত হবে। এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারিভাবে তা জানাননি। এই দোলাচলের মধ্যেও পঞ্জিকা এবং বাংলা ক্যালেন্ডার প্রস্তুত। গুপ্ত প্রেসের দাবি, অন্য বছরে পয়লা বৈশাখে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পঞ্জিকা বিক্রি হয়। এবারে তার ব্যতিক্রম হবে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি ঠিক হলে আগের মতোই বিক্রি হবে, এবং সেই সময়ের জন্য তারা যথেষ্ট পরিমানে ক্যালেন্ডার এবং পঞ্জিকা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

নববর্ষ এখনও পর্যন্ত কার্যত এবার ছাপানো পঞ্জিকা ও বাংলার ক্যালেন্ডার ছাড়াই কাটতে চলেছে। দেশ তথা রাজ্যজুড়ে করোনার জেরে লকডাউন চলার জন্য এবছর অন্তত পঞ্জিকা ছাড়াই কাটাতে হতে পারে। পঞ্জিকা ও বাংলা ক্যালেন্ডার ছাপা হয়ে গেলেও তা ক্রেতাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছানো গেল না। চলতি বছরে পয়লা বৈশাখ বাঙালিদের কাটতে চলেছে গৃহবন্দী অবস্থাতেই। এরকমভাবে নববর্ষ অতীতে কখনই পালন হয়নি। কিন্তু বাঙালিরা প্রধাণ দুটি জিনিস অর্থাৎ পঞ্জিকা এবং বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ছাড়া যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এদিকে শহরের প্রায় প্রত্যেকটি ছাপাখানাতেই ক্যালেন্ডার এবং পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় তা ঘরে ঘরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই এবার গুপ্ত প্রেসের পক্ষ থেকে এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গুপ্ত প্রেসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এবার তাঁরা অনলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যাবেন। এর জন্য তাঁদের অফিসিয়াল নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। সেখানে গ্রাহকরা যদি ইমেল আইডি বা হোয়াটস অ্যাপ নম্বর পাঠায়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাছে পৌঁছে যাবে গুপ্ত প্রেসের পঞ্জিকা। কর্তৃপক্ষের আশা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে চিরাচরিত রূপে পাঠকদের হাতে পৌঁছে যাবে পঞ্জিকা।

এবার স্যানিটাইজার তৈরি শুরু করল মাহিন্দ্রা

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় ফেস শিল্ড ও ভেন্টিলেটররের পরে এবার স্যানিটাইজার তৈরি শুরু করল মাহিন্দ্রা। করোনাভাইরাস লকডাউনের পরেই গাড়ি উৎপাদন বন্ধ করে অতিপ্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সরঞ্জাম উৎপাদন শুরু করেছে একাধিক কোম্পানি। ইতিমধ্যেই এক দল কর্মী কোম্পানির হ্যান্ড স্যানিটাইজারের লাইসেন্স পেয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য ফেস শিল্ড তৈরির কাজ চলবে। আপাতত কান্দিভালি কারখানায় দিনে ৫০০ ফেস শিল্ড তৈরি হচ্ছে। শীঘ্রই উৎপাদন বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে কোম্পানিটি। স্যানিটাইজার ও ফেস শিল্ড ছাড়াও ভেন্টিলেটর তৈরি করে ফেলেছে মাহিন্দ্রা।

লকডাউনে কমছে গঙ্গার দূষণ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল(হি.স.): করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে চলা লকডাউনে কমছে গঙ্গার দূষণ। এই লকডাউনে গঙ্গার জলের গুণমানে এতই বদল এসেছে যে তা পানীয় জল হিসেবেও ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বারাণসী এবং হরিদ্বারের উপর দিয়ে গঙ্গার যে অংশ বয়ে গিয়েছে সেখানে বেশি করে চোখে পড়েছে গঙ্গা জলের বিশুদ্ধতা। বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

করোনার জেরে গত ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী লকডাউনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই থেকে বন্ধ রয়েছে সমস্ত কলকারখানা। যার জেরে দূষণের মাত্রা কমেছে গঙ্গাজলে। এই লকডাউনে গঙ্গার জলের গুণমানে এতই বদল এসেছে যে তা পানীয় জল হিসেবেও ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বারাণসী এবং হরিদ্বারের উপর দিয়ে গঙ্গার যে অংশ বয়ে গিয়েছে সেখানে বেশি করে চোখে পড়েছে গঙ্গা জলের বিশুদ্ধতা। বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন লকডাউনের ফলে কলকারখানাগুলো বন্ধ তাই কারখানার বর্জ্য এসে সরাসরি গঙ্গায় মিশছে না। এর জেরেই কমেছে দূষণের মাত্রা। সেই সঙ্গে লকডাউন চলাকালীন হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটেও কোনও লোকসমাগম হয়নি। আবর্জনা ফেলা হোক কিংবা স্নান করা—এই ক'দিনে এসবের কিছুই হয়নি। ফলে ঘাট থেকেই স্পষ্ট ভাবে জলের অনেক গভীর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল স্বচ্ছ হয়ে যাওয়ায় মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণেরও দেখা পাওয়া গিয়েছে।

আইআইটি-বিএইচইউ-এর এক অধ্যাপক এনএনআই-কে বলেছেন, "মূলত আশেপাশের কারখানা এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকেই আবর্জনা জমা হত গঙ্গায়। লকডাউনের জেরে সেইসব বন্ধ থাকায় দূষণের মাত্রা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছে।" এর মধ্যে বৃষ্টিও হয়েছে এইসব এলাকায়। ফলে জলের লেভেলও বেড়েছে।

করোনা সংকটে ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য ৫ কোটি টাকা দিলেন গুগল প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল(হি.স.): করোনা সংকটে এগিয়ে এলেন গুগল প্রধান সুন্দর পিচাই। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করেন এমন ভারতীয় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে ৫ কোটি টাকা দান করলেন গুগল প্রধান। 'গিভ ইন্ডিয়া' নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই অর্থ দিলেন তিনি। শুধু ভারতের জন্যই নয়, অন্যান্য দেশের পাশে দাঁড়াতেও আগেই এগিয়ে এসেছ জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন সংস্থা গুগল।

বিশ্বজুড়ে মহামারী মোকাবিলায় আগেই গুগল ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দেশে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে।এরই মধ্যে 'গিভ ইন্ডিয়া'-র পক্ষ থেকে এই অর্থ অনুদানের জন্য পিচাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি টুইট করা হয়েছে। তা থেকেই জানা গিয়েছে গুগল প্রধান ভারতীয় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে ৫ কোটি টাকা দিয়েছেন।

শিলচর শহরের সাতটি স্থানে সরকারি উদ্যোগে পৌঁছনো হবে মাছ

শিলচর (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এমতাবস্থায় কোভিড ১৯ থেকে বাঁচতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিশেষ করে লকডাউনের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এর অন্যতম। লকডাউন মৎস্যজীবী মানুষের কাছে তাঁদের জীবন-জীবিকার এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় গুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা করেছে অসমের মৎস্য দফতর।

আজ সোমবার কাছাড়ের মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, কোভিড ১৯-এর জন্য লকডাউন সময়কালে শিলচর শহর এলাকার ৭-টি স্থানে মাছের পাইকারি বিক্রেতা, তাঁদের গাড়ির চালক প্রতিদিন সকাল ৫:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত ২ ঘণ্টা শুধুমাত্র স্থানীয় তাজা মাছ ১০ থেকে ১৫ জন ফেরিওয়ালার মাধ্যমে গৃহস্থদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বিক্রয় করবেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশ আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে জানানো হয়েছে। তবে নির্ধারিত নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই অনুমতির অপব্যবহার করা হলে বিপর্যয় মোকাবিলা আইন অনুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

যে সকল পাইকারি বিক্রেতাকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা হলেন সুনীলচন্দ্র দাস, প্রফুল্ল দাস, হরলাল দাস, রামকৃষ্ণ দাস, বিমল দাস, হরিধন দাস এবং সন্তোষকুমার রায়। তবে খুচরা বিক্রেতাদের এই মাছ বিক্রয়ের মূল্য তালিকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সে অনুসারে রুই, কাতলা এবং মৃগেল এক কেজি ওজনের কম হলে ৩০০ টাকা, অনুরূপভাবে এক থেকে দুই কেজি ওজনের এই মাছ ৩৫০ টাকা করে, ২ কেজি ওজনের অধিক হলে ৪০০ টাকা প্রতি কেজি। এভাবে গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প এবং কমন কার্প ১ কেজির কম হলে ২৫০ টাকা এবং এক কিলোর বেশি হলে ৩০০ টাকা, শাল, কই এবং শোল মাছ প্রতি কেজি ৪৫০ টাকা এবং লকাল শিঙি, মাগুর ৫০০ টাকা প্রতি কেজি করে বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে।

ডমা হাসাও জেলার ছয় ব্যক্তির কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল নেগেটিভ

হাফলং (অসম), ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড ১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর সংস্পর্শে আসা ডিমা হাসাও জেলার ছয় ব্যক্তির রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। জানিয়েছেন জানিয়েছে ডিমা হাসাও জেলার সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. লাললিনকিম ভাইপেই।

তিনি জানান, গত ১৭ মার্চ গুয়াহাটি-শিলচর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের এস থ্রি কামরায় কোভিড ১৯ আক্রান্ত হয়ে গত ৯ এপ্রিল রাত ১টা ৫৪ মিনিটে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ (৬৫)। ওই ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলার ছয় ব্যক্তি এক কামরায় যাত্রা করেছিলেন।

ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন এঁদের ট্র্যাভেল হিস্ট্রি দেখে হাই রিস্কে থাকা এই ছয় ব্যক্তিকে শনাক্ত করে গত ৯ এপ্রিল হাফলং শিক্ষা ভবনে তৈরি কোয়ারেন্টাইনে রেখে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছিল। এঁদের লালা রস সংগ্রহ করে গত ১০ এপ্রিল তা পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। আজ সোমবার এদের সকলের টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন জেলা সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. লাললিনকিম ভাইপেই। তবে এদের এখনও কোয়ারেন্টাইনেই থাকতে হবে বলে জানান তিনি। অসমের কোভিড ১৯ ডিসচার্জ বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করার পরই ছয়জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, জানিয়েছেন ডা. লাললিনকিম।

তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টাব

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষীকেশ গোস্বামী সোমবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের অধিকর্তা অনুপম চৌধুরীর নেতৃত্বে এদিনের ভিডিও কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষীকেশ গোস্বামী জনসংযোগ আধিকারিকদের নিজের নিজের এলাকায় কী ধরনের সুবিধা অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে সেগুলি খতিয়ে দেখেন।

আজকের ভিডিও কনফারেন্সের সময় হৃষীকেশ গোস্বামীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের কমিশনার-সচিব প্রীতম শইকিয়া। তিনি সাম্প্রতিককালে ফিল্ড অফিসাররা কী কী কাজ করেছেন সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন।

মহামারি করোনা সৃষ্ট সাম্প্রতিক জটিল পরিস্থিতিতে তাঁরা কী কী কাজ করছেন তারও খোজখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী। গোটা বিশ্বে মানব সমাজে আসা এই সংকটের মুহূর্তে আমাদের সকলকেই আরও দায়িত্বশীল মনোভাবের সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং সমাজে সচেতনতা বাড়াতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন গোস্বামী। তিনি বলেন, জটিল এই পরিস্থিতিতে জনসংযোগ আধিকারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহু বেশি। স্থানীয় সাংবাদিক তথা মফসসলের সাংবাদিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে জেলা বা মহকুমার খবরগুলো সচেতনতার সঙ্গে পরিবেশন যাতে করা হয় সে দিকে নজর রাখতে আহ্বান জানান তিনি। ছাপা মাধ্যম ছাড়াও স্থানীয় ক্যাবল চেনেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জনসচেতনতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন হৃষিকেশ গোস্বামী।

এছাড়া ভুয়ো খবর ছড়িয়ে সমাজে যাতে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প না ছড়ায়, অস্থিরতার পরিবেশের সৃষ্টি না হয় সেদিকেও নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট জেলা এবং মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ রেখে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী উফযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদদের সঙ্গে ফোনে মতবিনিময় করে এ সংক্রান্ত পরামর্শ নিয়ে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করে কার্যকর করতে আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান হৃষিকেশ।

অসমে খুলেছে মদের দোকান, উপচে পড়ে গ্রাহককুল, ভঙ্গ সামাজিক দূরত্ব

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : গতকাল রাজ্যের আবগারি দফতর নির্দেশ দিয়েছিল, আজ সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত লকডাউন বিধি পালন করে সীমিত কর্মচারী দিয়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওয়াইনশোপ খোলা যাবে। এই খবর চাউর হলে মদ্যপায়ীরা স্বস্তি পেয়েছেন। যার প্রতিফলন দেখা গেছে আজ গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন এলাকার সুরা বিপণিতে।

সকাল দশটা বাজেনি। তার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে প্রতিটি বিপণির সামনে সারিবদ্ধ ক্রেতার ভিড়। যেই দোকনগুলি খুলেছে, ভেঙে ফেলা হয় এক মিটারের সামাজিক দূরত্ব। হুড়মুড় করে উপচে পড়ে গ্রাহককুল। এই দৃশ্য বেশিরভাগ মদের দোকানের সামনে দেখা গেছে। তবে কিছু সংখ্যক ক্রেতা অবশ্য সামাজিক ব্যবধান মেনে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে কেটে পড়েছেন, এ-ও দেখা গেছে আজ।

মহানগরীর খ্রিস্টানবস্তি, উলুবাড়ি, পল্টনবাজার, এবিসি, গণেশগুড়ি, ভাঙাগড়, বেলতলা, এলাকার কয়েকটি মদের বিপণিতে অধিকাংশ গ্রাহক এক মিটার সামাজিক দূরত্ব ভঙ্গ করেছেন। বিপণির স্বত্বাধিকারীরাও ক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কোনও আবেদন রাখেননি। তবে আবগারি বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী মদ কেনার আগে ক্রেতাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার যোগান ধরেছেন বিক্রেতারা। এদিকে সামাজিক দূরত্ব ভঙ্গ করা হচ্ছে দেখে কোনও কোনও স্থানে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাইভেট ল্যাবে শুধুমাত্র গরিবদেরই বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষা হবে

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল(হি.স.): প্রাইভেট ল্যাবে শুধুমাত্র গরিব মানুষদেরই করোনা পরীক্ষা হবে বিনামূল্যে। সোমবার এই রায় দেয় দেশের শীর্ষ আদালত। এদিন মামলার রায়ে বিচারপতি অশোক ভূষণ ও বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট রায় দেন, ল্যাবগুলি তাদের আর্থিক সাধ্যের কথা আদালতকে জানিয়েছিল। সেই আর্জি মাথায় রেখেই বলা হচ্ছে, সবার জন্য নয়, বেসরকারি ল্যাবে শুধুমাত্র আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া করোনা পরীক্ষা হবে বিনামূল্যে।গত সপ্তাহে একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, বেসরকারি ল্যাবগুলিকে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টেস্ট করতে হবে। ওই রায় পর্যালোচনার জন্য বেসরকারি ল্যাবগুলির তরফে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হয়। তার ভিত্তিতে সোমবার শীর্ষ আদালত রায় দিল, প্রাইভেট ল্যাবে শুধুমাত্র গরিব মানুষদেরই করোনা পরীক্ষা হবে বিনামূল্যে।এদিন রিভিউ মামলার রায়ে বিচারপতি অশোক ভূষণ ও বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট রায় দেন, ল্যাবগুলি তাদের আর্থিক সাধ্যের কথা আদালতকে জানিয়েছিল। সেই আর্জি মাথায় রেখেই বলা হচ্ছে, সবার জন্য নয়, বেসরকারি ল্যাবে শুধুমাত্র আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া করোনা পরীক্ষা হবে বিনামূল্যে।আদালত এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রকে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, কাদের বেসরকারি ল্যাবে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষা হবে তার একটা অর্থনৈতিক ক্যাটেগরি তৈরি করতে। প্রসঙ্গত, এমনিতেই 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য যোজনা'য় যাঁদের নাম আছে তাঁরা সবাই এই সুবিধা পাবেন।

সোমবার লকডাউনের দিনে আগরতলায় চলে পুলিশী তল্লাশি। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

করোনাভাইরাস, বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আমাদের অবস্থান

ঠিক যে মুহূর্তে এই লেখাটি লিখছি, তখন নভেল করোনাভাইরাস নামক জীবাণু পৃথিবীর ১৪,৩২,৫৭৭ জন মানুষকে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত করেছে। এদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ৮২,১৯৪ জন এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২,৭৫,০৬৩ জন। তার মানে, এই ভাইরাসের আক্রমণে প্রতি ১০০ জনে ৫.৭ জন মানুষ মারা যাচ্ছেন এবং ১৯.২ জন মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আপনি যখন এই তথ্যগুলি জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারে (স্তুঠদ্মন্দ://ত্বদ্রন্দ্রদ্রথন্ত্বন্ডন্স.দ্দঞ্চত্রঞ্চন্ড/) অনুসন্ধান করতে যাবেন, তখন সংস্থাগুলো এক পাবেন না। কারণ প্রতিনিয়ত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, সংক্রমণ আর মৃত্যু মিছিলে সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিতে আক্রান্তের হার পর্যালোচনা করলে হয়তো আমরা এই ভাইরাসের সংক্রমণের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারব যা নিচের ছকে তুলে ধরা হলো।ওপরের পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কারভাবেই করোনা প্রাদুর্ভাবের বর্তমান অবস্থান বোঝা যাচ্ছে। মৃত্যুহার ও সুস্থ হওয়ার হারের মাঝেও দেশভিত্তিক তারতম্য স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে (ছক-১)। এই ভিন্নতার কারণ হতে পারে আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স, বসবাসের পরিবেশ, পূর্বের দীর্ঘস্থায়ী রোগের (যেমন, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, বৃক্কের সমস্যা বা কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি) উপস্থিতি। আরেকটি কারণ নিহিত থাকতে পারে, করোনাভাইরাসের বংশগতি বহনকারী উপাদান আর.এন.এ. এর মধ্যে। এই উপাদানকে বিশ্লেষণ (ওত্রদ্রদ্রদ্বত্র ছত্রক্ষ্ম ড্ডন্ডত্রদ্রত্বত্র এর মাধ্যমে) করে দেখা যায়, চীনে যে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ ঘটেছিল সেটি ইউরোপ, আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান। কিন্তু আর.এন.এ. ভাইরাসগুলি দ্রুত পরিবর্তনশীল। করোনাভাইরাসটিও ইউরোপ এবং আমেরিকায় গিয়ে তার সুবিধা অনুযায়ী রূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় নতুন আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে ভাইরাসটির নমুনা সংগ্রহ করে জেনোম সিকোয়েন্সিং করে বিশ্লেষণ করলে সিকোয়েন্সগুলোকে ভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক গুচ্ছে বা ঙ্খনন্ডন্স্ঠত্রন্দ-এ ভাগ করা যায় । তার মানে, যে আর.এন.এ. দ্বারা ভাইরাসটি গঠিত সেটি পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এদের মধ্যে মিউটেশন ঘটছে। এ সমস্ত কারণেই এই ভাইরাসের সংক্রমণের প্রভাব ও ফলাফল অঞ্চলভেদে, জনসংখ্যা ভেদে পৃথক হয়। আরেকটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ইতালিতে ৬,৫৭৭ জনে পৌঁছায় ৫১তম দিনে, যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪,১৯৬ জন পৌঁছায় ৪২তম দিনে, স্পেনে ৮,২৭১ জন পৌঁছায় ৫৫তম দিনে, ফ্রান্সে ২৩,০৬০ জন পৌঁছায় ৭০তম দিনে, যুক্তরাজ্যে ৫,৯০৩ জন পৌঁছায় ৬৬তম দিনে, ইরানে ৩,১৮৬ জন পৌঁছায় ৪১তম দিনে, চীনে ১৪,১০৮ জন পৌঁছায় ৪৪তম দিনে, হল্যান্ডে ১,২২৪ জন পৌঁছায় ৩৯তম দিনে, বেলজিয়ামে ১,৮৫০ জন পৌঁছায় ৫৪তম দিনে আর জার্মানিতে ৬,৯৩৩ জন পৌঁছায় ৬১তম দিনে। উল্লেখিত সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী শনাক্তের পরও সংক্রমণের সংখ্যা এর আশপাশেই ঘোরাঘুরি করেছে কোথাও ৭ দিন, কোথাও ১০ দিন আবার কোথাও ১৫ দিন। বর্তমানে অবশ্য এই দেশগুলিতে সংক্রমণের হার কমে এসেছে।

বর্তমানে অনেকটা জ্যামিতিক হারেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ভাইরাসটির সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত আর পাকিস্তানে করোনা রোগী প্রথম শনাক্তের পর যথাক্রমে ৬৭ (৫ই এপ্রিল) এবং ৪১তম দিন (৬ই এপ্রিল) পার হওয়ার পর সর্বোচ্চ সংখ্যক, যথাক্রমে ৭০১ ও ৬০৯ জন রোগী শনাক্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, গত ১-২ দিনে এই হার কম। হতে পারে দেশগুলির প্রশাসন লোকজনের গতিবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমরা কেবল ৩২তম দিন পার করছি। গত চার দিনে অর্থাৎ ৫, ৬, ৭ ও ৮ই এপ্রিল আমাদের দেশে শনাক্তের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮, ৩৫, ৪১ ও ৫৪ জন। তার মানে এখানে সংক্রমণের গতি পেয়েছে, নতুন নতুন স্থান যুক্ত হচ্ছে। হতে পারে আমাদের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পরিধি বেড়েছে, তাই শনাক্তের সংখ্যাও বাড়ছে। আগে যেখানে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করার অনুমোদন পেয়েছিল, এখন সেখানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও সিলেটসহ ১৪টি ল্যাবে রোগীদের মধ্যে ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এরপরও এটা অপ্রতুল। কারণ আক্রান্তের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে ভাইরাসের গতি প্রকৃতি, কোনো এলাকার জনসাধারণকে কীভাবে এবং কত দিন নিয়ন্ত্রণের দরকার, যেটা নীতিনির্ধারণসহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সাহায্য করে। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রতি হাজার মানুষের মাঝে জার্মানিতে ১১.১৩, ফ্রান্সে ৩.৪১, বেলজিয়ামে ৬.১৬, ইতালিতে ১২.২১, হল্যান্ডে ৫.২৭, যুক্তরাজ্যে ৩.৯৬, যুক্তরাষ্ট্রে ৬.২, ইরানে ২.৫, স্পেনে ৭.৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ করে জার্মানি ভাইরাস শনাক্তের ফল খুব ভালোমতো পেয়েছে। সেখানে লক্ষাধিক আক্রান্ত হলেও মৃত্যুহার সবচেয়ে কম (১.৯), কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার শতকরা হার ৩৩.৫ ভাগ। দক্ষিণ কোরিয়াও আক্রান্তের প্রথমভাগে থাকলেও দ্রুত রোগী শনাক্তের মাধ্যমে (হাজারে ৯.০৬ জন) সংক্রমণের হার একদম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে (মার্চের ৩ তারিখে আক্রান্ত ছিল ৮৫১ জন আর এপ্রিলের ৭ তারিখে ছিল ৪৭ জন; স্তুঠদ্মন্দ://ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ন্দ্রদ্রন্দত্মদ্রদ্বত্রঠ্রন্দ্হদ্রদ্র/ত্বদ্রন্দ্রদ্রথন্ত্বন্ডন্স)। পক্ষান্তরে, ভারতে প্রতি হাজারে ০.১, পাকিস্তানে ০.১৯, শ্রীলঙ্কায় ০.১৫ এমনকি ভুটানে ১.৫ জন মানুষের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এদিক দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে প্রতি হাজারে মাত্র ০.০২ জনের মধ্যে ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই মৃত্যুহারে পার্শবর্তী দেশগুলোর চেয়ে আমরা অনেক এগিয়ে (ছক-২ দ্রষ্টব্য)। সংক্রমণের সর্বোচ্চ চূড়াটিতে পৌঁছাতে এখনো আমাদের বাকি। এত কড়াকড়ি আরোপ করার পরেও চীনের তিন মাসের বেশি সময় লেগেছে করোনাভাইরাস আক্রান্তের হার শূন্যের কোটায় আনতে। আবার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শ্রীলঙ্কায় ৭২ দিনে মোট আক্রান্ত মাত্র ১৮৬ জন আর শতকরা মৃত্যু হার ৩.৬৬। গবেষণায় দেখা, গেছে চীনে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি তিনজনে একজনের লক্ষণ প্রকাশ পায় আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারজনে একজনের। আক্রান্ত হলে লক্ষণ প্রকাশ পাবে না কিন্তু আপনি ভাইরাস বহন করবেন যেটা আরও মারাত্মক। কোনোভাবে সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে আসলে তিনি আক্রান্ত হবেন এবং তার মধ্যে লক্ষণ ও উপসর্গগুলো প্রকাশ পাবে যা জীবন হানিকর।

তাই দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যা বলছেন, তার ওপর আস্থা রাখতে হবে। সরকার ও আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগে, মানুষে-মানুষে সংস্পর্শ এড়ানোর মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে হবে। ভিয়েতনামে এখন পর্যন্ত কোন রোগী মারা যায়নি। কারণ দুনিয়াজুড়ে করোনা ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভিয়েতনাম সরকার গোটা দেশটাকেই লকডাউন করে দেয় যার ফলে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

এই সময়ে শরীর ঠিক রাখতে ব্যায়াম

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে এখন বাড়িতে থাকতে হচ্ছে সবাইকে। কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের সুযোগ কমে আসায় এই সময়ে বাড়তে পারে শরীরের ওজন এবং অন্য শারীরিক সমস্যা। তাই শরীর ঠিক রাখতে ঘরেই করতে পারেন কিছু ব্যায়াম। এতে সময়ও ভালো কাটবে।

পেলভিক কার্ল বা ব্রিজিং: ম্যাটের ওপর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার কোমর ওপরের দিকে ওঠান। ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং ছাড়ুন। এটি ২০ থেকে ৩০ বার করে দিনে দুবার করতে পারেন। এতে পেট, কোমর ও পায়ের মাংসপেশি শক্তিশালী ও প্রসারিত হবে।

স্কোয়াটিং: সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাঁটু ভাঁজ করে ধীরে ধীরে বসার ভঙ্গি করুন, তবে পুরোপুরি বসবেন না। আধা বসা অবস্থায় ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড থাকুন, এরপর দাঁড়ান। এটি দিনে ১০ থেকে ১৫ বার করে দুবার করতে পারেন।প্রেস আপ বা বুক ডাউন: শরীর সোজা করে ম্যাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দুই হাত ও পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে পুরো শরীর ওপরে ওঠান-নামান। এভাবে ৩০ থেকে ৪০ বার করে দুই বেলা করতে পারেন।

দরজায় হাত প্রেস: পা সোজা করে দরজার সামনে দাঁড়ান। এবার হাতের তালু দিয়ে দরজার ফ্রেমের ওপরের দিকে শক্ত করে ধাক্কা দিন। ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড এভাবে রাখুন এবং ছাড়ুন। এটি ২০ থেকে ৩০ বার করতে পারেন। এর ফলে কাঁধ ও হাতের মাংসপেশি টান টান হবে।

উপুড় হয়ে সাঁতার কাটা: ম্যাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। মেরুদণ্ড দীর্ঘ করুন। এবার পেটের ওপর ভর দিয়ে মাথা ও ঘাড় ওপরে ওঠান। হাত-পা টান টান করে সামান্য ওপরে ওঠান। এবার সাঁতার যেভাবে কাটে সেভাবে হাত-পাগুলো নাড়াতে থাকুন। এটি ২ থেকে ৩ মিনিট করতে পারেন। পুরো প্রক্রিয়ার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন।

পা ওঠানো: ম্যাটের ওপর সোজা চিত হয়ে শুয়ে হাত দুটো সমান্তরালভাবে পাশে রাখুন। এবার দুই পা একসঙ্গে আস্তে আস্তে সোজা ৯০ ডিগ্রি কোণ পর্যন্ত ওঠান। এভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং আস্তে আস্তে ছাড়ুন। এটি দিনে দুই বেলা ৩০ থেকে ৪০ বার করতে পারেন।

ওয়ার্কিং লাংস: সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কোমরের ওপর রাখুন। এবার এক পা সোজা করে সামনের দিকে সোজা করুন এবং অন্য পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে তার ওপর ভর দিয়ে বসুন। একইভাবে অন্য পায়ের ক্ষেত্রে ব্যায়ামটি করুন। পুরো প্রক্রিয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবেন। এটি ৩০ থেকে ৪০ বার করে দিনে তিন থেকে চারবার করতে পারেন।

পা টান: ম্যাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার ডান হাঁটু ভাঁজ করে দুই হাত দিয়ে পেটের দিকে চেপে আনুন। এবার বাঁ পা সামান্য ওপরে উঠিয়ে টান টান করে রাখুন। ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। একইভাবে অন্য পায়ের ক্ষেত্রেও ব্যায়ামটি করুন। পুরো প্রক্রিয়াটি ৩০ থেকে ৪০ বার করে দুই বেলা করতে পারেন।

প্লাঙ্ক: ম্যাটের ওপর কনুই ও পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে মেরুদণ্ড টান টান রেখে ম্যাট থেকে সামান্য ওপরে উঠিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এই অবস্থায় ডান পা টান টান করে সামান্য ওপরে ওঠান, ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং ছাড়ুন। একইভাবে বাঁ পায়ের ক্ষেত্রে ব্যায়ামটি করুন। এটি দিনে ২ থেকে ৩ বেলা ২০ থেকে ৩০ বার করে করতে পারেন।

জাদুর জুতা

ফুটবল খেলার জন্য এক জোড়া জুতার খুব শখ ছিল নিতুলের। অনেক বলার পরও মা—বাবা কখনো কিনে দিতে রাজি হননি। কারণ, নিতুল প্রায় প্রতিদিনই কাদাপানিতে ফুটবল খেলে আসে। জুতা কিনে দিলে দুদিনেই নষ্ট করে ফেলবে, তার চেয়ে খালি পায়ে খেলাই ভালো। এ নিয়ে নিতুলের ভারী দুঃখ। কিন্তু দুঃখ ঘুচে গেল ওর দশম জন্মদিনে। নিতুল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে, ছোট মামা ওর জন্য এক জোড়া ফুটবল খেলার জুতা এনেছেন। নিতুলের তো আর আনন্দ ধরে না!

পরদিন নিতুল জুতা জোড়া পরে ফুটবল খেলতে গেল। এমনিতে খুব ভালো ফুটবল খেলে ও। তার ওপর জুতা পরে ও এক হালি গোল দিয়ে বসল। কিন্তু মাঠে ছিল কাদা, ফলে জুতা জোড়া কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল। বাসায় ফেরার পর মা দিলেন প্রচণ্ড বকা। বকা খেতে খেতে নিতুল বাথরুমের কলের নিচে জুতা জোড়া ধুয়ে ফেলল। ধোয়ার পর ওর আক্কেলগুড়ুম। কালো জুতা জোড়া পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে! মাকে দেখালেই বিপদ হবে। তাই সে হতভম্ব হয়ে গেল ওর বড় ভাই নিশিথের কাছে। গিয়ে বলল, 'আচ্ছা, বল তো আমার জুতা জোড়া সাদা হয়ে গেল কীভাবে?'

নিশিথ বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই সে একটু বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ভাব নিয়ে বলল, 'তোর জুতায় কাদা লাগার ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়েছে। ফলে কালো রং উঠে সাদা হয়ে গেছে।'

নিতুল মন খারাপ করে ওর ঘরে চলে গেল। নিশিথের উত্তর ওর মনমতো হয়নি। ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল, এর পেছনে কোনো ভুতুড়ে রহস্য আছে। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর নিতুল জুতা জোড়া হাতে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কাল তোদের রোদে শুকাতে দেব। তারপর দেখি, কী করা যায়। প্রয়োজনে কালো রং করব।পরদিন সকালে নিতুল জুতা জোড়া শুকানোর জন্য ছাদে যাবে, কিন্তু জুতা দুটি হাতে নিয়ে দেখে, ওগুলো শুকিয়ে গেছে। জুতা শুকাতে হবে না, তাই ওগুলো আগের জায়গায় রেখে নিতুল গেল স্কুলে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে কোনো রকমে খেয়ে উঠেই নিতুল দৌড়াল মাঠের দিকে। খেলায় ওর দল প্রতিদিনই জেতে। বিশেষ করে, ওর পারফরম্যান্স হয় খুব ভালো। প্রতিদিনই ও গোল করে। কিন্তু সেদিন আজব এক ঘটনা ঘটল। নিতুল হালকা করে পা ছোঁয়াতেই ফুটবলটা তিনতলা দালানের সমান উঁচুতে উঠে গেল! একবার নয়, দুবার নয়, বারবার একই ঘটনা ঘটতে লাগল। নিতুল নিজে তো বটেই, মাঠের সবাই হতবাক। নিতুলের পায়ে যেন দশজনের শক্তি ভর করেছে। বন্ধুরা সবাই নিতুলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, 'ব্যাপারটা কী, বল তো?' নিতুল আর কী বলবে, কারণটা যে ওরও জানা নেই। দীপু এসে বলল, 'কী রে, তোর পায়ে ভূতে ভর করেছে নাকি?' নিতুল উত্তর না দিয়ে খেলতে লাগল। সেদিনও ওর দল জিতল, নিতুল গোল করল এক ডজন। ও কী করবে, বলে পা ছোঁয়ালেই সেটা গোল হয়ে যায়!

বাসায় ফিরে নিতুল গেল ওর দাদার কাছে। সব খুলে বলল। নিতুলের দাদার বয়স ৮০। তবে অলৌকিক কিছুতে তার একটুও বিশ্বাস নেই। সব শুনে দাদা বললেন, 'দাদাভাই, তুই হয়তো খেয়াল করিসনি, ফুটবলে আসলে জোরেই লাথি মেরেছিলি। আর রঙের কথা তো নিশিথ ঠিকই বলেছে। এখানে ভুতুড়ে কিছু দেখছি না।'

দাদার কথাতেও নিতুলের মনের খচখচানি দূর হলো না। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, এখানে আরও কিছু আছে। তাই সে তার দাদার বড় ভাইয়ের পড়ার ঘরে ঢুকল। বড় দাদা একটু অন্য রকম মানুষ ছিলেন। পাগলাটে ধরনের। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতেন, হাসতেন, কাঁদতেন। বছর তিনেক আগে তিনি কী একটা জিনিস খোঁজার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; এখনো ফেরেননি। তাই নিতুল তাকে ভূতদাদু বলেই চেনে। তিনি যাওয়ার আগে নিতুলকে বলেছিলেন কখনো কোনো সমস্যায় পড়লে যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর বড় দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করা মানে তার ডায়েরি পড়া। নিতুল তাই তার ডায়েরি পড়তে শুরু করল। সেদিন রাতে নিতুল না খেয়ে বড় দাদার ডায়েরি পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখে, কয়েকটি ছড়া লেখা। প্রথমটি এ রকম: 'জাদুর জুতা ও যে/ চলিলাম তার খোঁজে।' ডায়েরিতে তারপর দিনই এক জোড়া জুতার ছবি আঁকা। জুতা দুটি অবিকল নিতুলের জুতার মতোই! পৃষ্ঠা ওল্টাতেই নিতুল দেখল, আরেকটি ছড়া: 'জাদু সে জানে ভালো/ চামড়ার রং কালো/ এমন জুতা হইবে না আর/ দুপুরে ঘুম ভাঙে তার/ বিকেলে খেলার মাঠে ওঠে আকাশে/ কী আজব জাদুতে মাখা সে!' নিতুল পাগলের মতো পরের পৃষ্ঠায় চলে গেল। সেখানে আরেকটি ছড়া লেখা: 'লাগিলে জুতায় কাদা/ জলেতে হইবে সাদা/ জুতা জোড়া পায়ে যার/ জয়ের মালা হইবে তার।' ভূতদাদুর ডায়েরি শেষ করতেই নিতুলের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

তারপর থেকে প্রতিদিন নিতুল মাঠে নামলেই গোলের বন্যা বয়ে যায়। সবাই বলে, 'জানিস, নিতুলের জুতা জোড়া জাদু জানে!'

ঘরেই ভালো সময় কাটান

বাসায় দূরত্ব রেখে বসে লুডুর মতো ঘরোয়া খেলা খেলতে পারেন। পরিবারে কাটবে একটা গুণগত সময়। মডেল: জাকির হোসেন, তানভিরা আশরাফ ও রিভু। ছবি: সুমন ইউসুফবাসায় দূরত্ব রেখে বসে লুডুর মতো ঘরোয়া খেলা খেলতে পারেন। পরিবারে কাটবে একটা গুণগত সময়। মডেল: জাকির হোসেন, তানভিরা আশরাফ ও রিভু। ছবি: সুমন ইউসুফ'আতঙ্কিত হবেন না, সচেতন হোন', 'কোয়ারেন্টিনে থাকাকালে বই পড়ুন',

উপদেশগুলো দেওয়া যত সহজ, পালন করা ততই কঠিন। বৈশ্বিক মহামারি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এই অস্বাভাবিক সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এ সময় কোনো কিছুতে সহজে মন বসে না।

বিজ্ঞান বলে, এ সময়ে মানসিক চাপ কমাতে না পারলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমবে আর চিন্তাভাবনা এলোমেলো হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসতর্কতাও ঠিকমতো মানা যায় না। এ জন্য ঘরবন্দী অবস্থায় মন ভালো রাখতেই হবে। থাকতে হবে মানসিক চাপমুক্ত। যাঁরা চাকরি বা ব্যবসা করেন কিংবা পড়ালেখা করেন, তাঁরা এ সময় বাইরে যেতে পারছেন না। ঘরের ভেতর মনটা তো ছটফট করবেই। এই অস্থিরতা আর ছটফটানি কমাতে যা যা করা উচিত, তা হলো:

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: সবার আগে আপনার মনোভাব আর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলুন। এটি একটি যুদ্ধাবস্থা। এই যুদ্ধে জিততে হলে আপনাকে ঘরে থাকতেই হবে। তাই নিজেকে ঘরবন্দী ভাববেন না। কিছুই করছেন না, এটা ভাববেন না।

রুটিন পাল্টাবেন না: ঘরে আছেন, অফিস বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধএই চিন্তায় দৈনন্দিন রুটিন আমূল বদলে ফেলবেন না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যতটুকু সময় অফিসে কাটাতেন বা পড়ালেখা করতেন, এ সময়টুকুতে বাড়িতে বসে অফিসের কাজ বা পড়ালেখা করার চেষ্টা করবেন।

ঘুমের নিয়ম: রাতে বেশি জাগবেন না। বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমাবেন না। দিনের বেলা বিছানায় বা সোফায় শুয়ে থাকবেন না।

'করোনা', 'করোনা' নয়: সারা দিন যদি কেবল করোনা নিয়েই পড়ে থাকেন, টিভি আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেবল করোনার সংবাদ দেখতে থাকেন, তবে সত্যিকারের ভাইরাসের আক্রমণের আগেই আপনি একধরনের তথ্য-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন। জীবন করোনাময় হয়ে যাবে। তাই অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন।

সামাজিক যোগাযোগ: সামাজিক দূরত্ব রাখতে বলা হয়েছে এই করোনাকালে। বিকল্প উপায়ে সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখবেন। প্রতিদিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফোন, মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করুন। তাঁদের কুশলাদি জানুন।

পরিবার গুরুত্বপূর্ণ: পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে, নিরাপদভাবে গুণগত সময় কাটান। ঘরোয়া খেলাগুলো খেলুন। বিশেষ করে শিশুদের চাওয়া-পাওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী হোন। সবাই মিলে একটি সিনেমা দেখে, সেটা নিয়ে আলোচনা করুন। বই পড়ায় হয়তো মন বসবে না। তাই সবাই মিলে কয়েকটি বই নির্দিষ্ট করে সবাইকে সেগুলো পড়ে একটি ছোট আলোচনার ব্যবস্থা করুন। লুডু, ক্যারমের মতো ঘরোয়া খেলা খেলতে পারেন।

ঘরোয়া কাজে অংশ নিন: ঘরের কাজে পরিবারের ছোট---বড়, নারী-পুরুষসবাই অংশ নিন। এতে একজনের ওপর কাজের চাপ কমে যাবে আর প্রত্যেকের মানসিক চাপ কম থাকবে।

নিজেকে সময় দিন: প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিজেকে নিয়ে ভাবুন। জানালার ধারে বা বারান্দায় অল্প সময়ের জন্য বসুন। প্রয়োজনে ডায়েরি লিখতে পারেন।

ইতিবাচকভাবে কাজে লাগান: লেখালেখির অভ্যাস থাকলে লিখুন। অনলাইনে অনেক ওয়েবসাইট আছে (গুগল গ্যারেজ, বিদেশি ভাষা শেখা), যেখানে অনেক কিছু শেখা যায়, সেগুলো শেখার চেষ্টা করুন।

কী খাবেন: এ সময় শারীরিক কাজগুলো কম হয়। আর চাপের কারণে বাড়তে পারে ওজন। সব মিলিয়ে পুষ্টিকর অথচ ওজন বাড়ে না, এমন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করবেন। চিনি, চর্বি, কোমল পানীয় বর্জন করবেন। শাকসবজি ভালো করে ধুয়ে সেদ্ধ করে খাবেন।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন: কোভিড-১৯—এর কোনো লক্ষণ দেখা দিলে বিচলিত না হয়ে টেলিফোনে স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আতঙ্কিত হয়ে আগেই হাসপাতালে ছুটবেন না। মনে রাখবেন, আপনার ছোটাছুটি রোগটির বিস্তার বাড়াতে পারে। তাই সবার আগে টেলিফোনে পরামর্শ নিন।

হবু মায়ের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা

পরিস্থিতি মনের কথা শোনার অনুকূল নয়। বিশ্ব আক্রান্ত মহামারিতে। নিরাপদ কেবল আপন বসত। এই লড়াইয়ে ঝুঁকিতে আছেন যাঁরা, তাঁদের একটা অংশ অন্তঃসত্ত্বা নারী।

ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালের (সাবেক অ্যাপোলো হাসপাতাল) প্রধান পুষ্টিবিদ তামান্না চৌধুরী জানালেন, গর্ভাবস্থায় জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। এ সময় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে খাবারদাবারের দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আমিষ, জিংক, সেলেনিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই এবং গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রহণ নিশ্চিত করুন প্রতিদিন। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, এমন কোনো খাবার নেই, যা সরাসরি করোনাভাইরাসকে প্রতিরোধ করবে। তবে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে পারে এমন খাবারদাবার আপনার সুস্থতায় ভূমিকা রাখবে।ফলমূল-শাকসবজি

রঙিন শাকসবজি খেতে হবে অবশ্যই। প্রকৃতির এসব রঙের মধ্যেই পাবেন জীবনকে রঙিন রাখার উপাদানভিটামিন এ। বেগুনের বেগুনি রং, গাজরের কমলা রং, টমেটোর লাল বা গাঢ় সবুজ রঙের শাক দেখতে যেমন আলাদা, পুষ্টিগুণেরও তেমনি আছে ভেদাভেদ। মিশ্র সবজি রাখতে পারেন প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায়।

শাকের মধ্যে থাকা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে বাঁচাবে। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে খাবারের রুচি কমতে পারে। রুচি কমে গেলে প্রয়োজনীয় খাবার ঠিকভাবে খেতে পারবেন না। গর্ভাবস্থায় এমনিতেও অনেকের খাবারে অনীহা হতে দেখা যায়, কেউ আবার পেটের অস্বস্তিতে ভুগতে পারেন। এ রকম ক্ষেত্রে একই উপাদান দিয়ে তৈরি খাবার বিভিন্নভাবে তৈরি করে খাওয়া যেতে পারে। যেমন গাজর বা চালকুমড়া দিয়ে হালুয়া কিংবা কোনো একটা স্যুপ।

কাঁচা সালাদের পরিবর্তে ভালোভাবে রান্না করা সবজি খেতে হবে। শাকসবজির সঙ্গে সামান্য তেল অবশ্যই দিতে হবে রান্নার সময়। সঙ্গে হালকা মসলা থাকল। আর সেদ্ধ সবজি খেতে চাইলে এর সঙ্গে তেলে রান্না করা অন্য খাবার (যেমন তেলে রান্না করা মুরগির মাংস বা মাছ) খেতে হবে। তেল ছাড়া শাকসবজির সব পুষ্টি উপাদান শরীরে সঠিকভাবে শোষণ হয় না। আর ফলমূল তো খাবেনই।

ফলমূল অবশ্যই ভালোমতো ধুয়ে খাবেন। টকজাতীয় ফলে পাবেন ভিটামিন সি। ভিটামিন সি পেতে শুধু লেবু নয়, বরং একেক দিন একেক ধরনের মৌসুমি টক ফল খেতে পারেন।

আমিষ ও অন্যান্য

মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, বাদাম ও ডালজাতীয় খাবারে পাবেন আমিষ। মাছ, লাল মাংস, দুধ থেকেই মিলবে জিংক। বাদাম, ছোলা, শিমজাতীয় খাবার থেকে এগুলোর তুলনায় কিছুটা কম মাত্রায় জিংক পাওয়া যায়। দুধ আর কলিজায় পাবেন সেলেনিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ। সবুজ শাক, ভেজিটেবল অয়েল, ডিম, মাংস, দুধ, বাদাম থেকে পাবেন ভিটামিন ই।

আমিষজাতীয় খাবার আপনার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হয়তো আগে এক বেলায় খেতেন দুই টুকরা মাছ বা মাংস, এখন তার বদলে খেতে হবে তিন টুকরা। এক বেলা মাছ, অন্য বেলা মাংস, এভাবেও খেতে পারেন। কোনো বেলা মাছ বা মাংস হয়তো তেমন খাওয়া হলো না, সে ক্ষেত্রে দুধ, ডিম, ডালের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে হবে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়াই ভালো। এর পরিবর্তে হোল গ্রেইন—জাতীয় খাবার বেছে নিন। প্রতিদিন খানিকটা সময় রোদে থাকুন (ঘরের যে স্থানে রোদ পড়ে)। নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করা ভালো, ঘরেই হাঁটুন। পর্যাপ্ত ঘুমান।

ডায়েট নিয়ে পাঠকের প্রশ্ন

উত্তর: চুল লম্বা না হওয়ার অনেক কারণ আছে, যেমন রক্তস্বল্পতা, ওজন কমে যাওয়া, পুষ্টিহীনতা, দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণে না ঘুমানো, ধূমপান, খুশকি, কিছু অসুখের (যেমন জ্বর) পর ইত্যাদি অনেক কারণ আছে। ফলে এর মধ্যে যে কারণগুলো আপনার সঙ্গে মিলে যায়, সেগুলো পরিবর্তন করতে হবে।

পাশাপাশি উচ্চমানের আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি), ভিটামিন এ, সি, ই, আয়রন, জিংক, সিলিকনযুক্ত তেল ও খাবার খেতে হবে। প্রক্রিয়াজাত, অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার বাদ দিতে হবে।প্রশ্ন ২: করোনাভাইরাসের জন্য বলা হচ্ছে, যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি, তারা বেঁচে যাবে। আমি কীভাবে বুঝব যে আমার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি না কম? আর কোন খাবার খেলে এই ক্ষমতা বাড়বে? দ্রুত বাড়বে নাকি অনেক ধীরে, সেটাও জানতে চাই।মোসলেম উদ্দীন, বরিশাল

উত্তর: কোনো ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি, তা বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ওই ব্যক্তি কত কম অসুস্থ হচ্ছেন। একদিকে আপনি যত কম এবং যত দিন পর অসুস্থ হচ্ছেন, অন্যদিকে ওই অসুস্থতা থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন মানেই আপনার রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তত ভালো।এরপরও রক্তের কিছু পরীক্ষার মাধ্যমেও বোঝা যায় রোগ প্রতিরোধক্ষমতার অবস্থা। যেমন রক্তের সার্বিক চিত্র বা সিবিসি, রক্তের ইমিউনোগ্লোবিউলিন স্ট্যাটাস ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সার্বিকভাবে প্রতিদিন উচ্চ আমিষ (মাছ, ডিম, দুধ, ডাল, মাংস ইত্যাদি) এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার (লেবু, কমলা, আমলকী, পেঁপে, সব ধরনের বেগুনি, লাল, হলুদ, কমলা রঙের শাক-সবজি-ফল ইত্যাদি) খেতে হবে।

কোনো মানুষের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দ্রুত না ধীরে বাড়বে, তা নির্ভর করে তার শরীরের প্রয়োজন, চাহিদা এবং কিছু বিষয়ের (ফুড-নিউট্রিয়েন্ট ইন্টারঅ্যাকশন) ওপর, যেমন খাবারের সঙ্গে সামান্য একটু লেবু (ভিটামিন-সি) যেমন রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ তিন গুণ বাড়িয়ে দেয়, তেমনি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা বা কফি খেলে ওই হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

পড়তে পারো আ
করোনাভাইরাসের
ব্যস্ততায় হয়তোবা
হারিয়ে যেতে মান
তাবোল। সাধারণ
আমি যে বইগুলো
তোমরা নিশ্চয়ই জ
নয়। ছড়ার এই বই
আরও কত শত অ
মতো অদ্ভুত চরিত্র
একবার হাতে নিয়ে

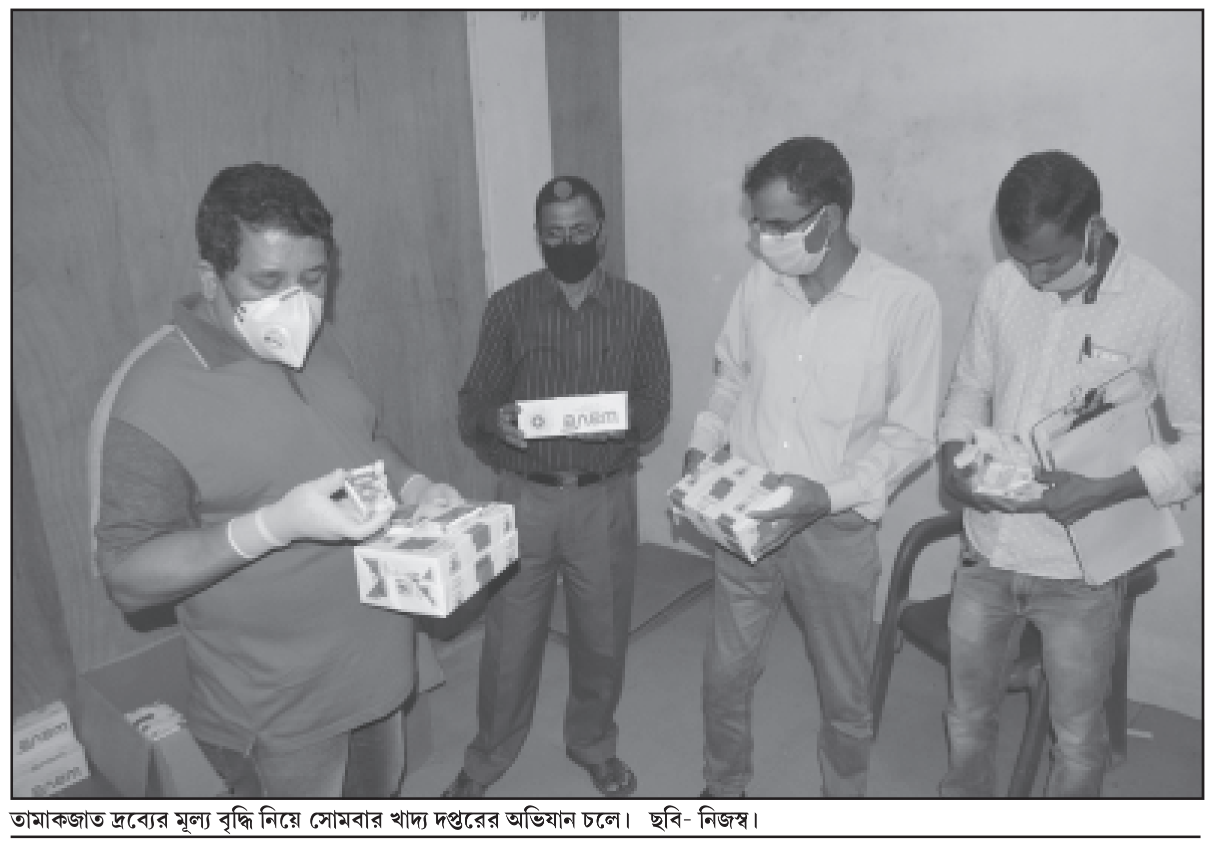

তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সোমবার খাদ্য দপ্তরের অভিযান চলে। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনায় ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৮২, মারা গেছেন ৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। করোনায় দেশে ২৪ ঘন্টায় আরও ১৮২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০৩।এ ছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ নিয়ে দেশে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৯ জনে। এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় ৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সম্পর্কে নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে নিজ বাসা থেকে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য জানান।অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপনকালে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। তিনিও করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন।স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১ হাজার ৫৭০টি নমুনা সংগ্রহ দেশের ১৭টি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে ১৮২ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে ৮০৩। আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জন মারা গেছেন। ফলে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৯ জনে।এছাড়া যারা আগে থেকে আক্রান্ত, তাদের মধ্যে আরও ৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন।

করোনার বিস্তাররোধে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,ইতোমধ্যে সামাজিক ভাবে ভাইরাসটি বিস্তার লাভ করেছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে লোকজন দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সংক্রামণ ছড়াচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদেরকে আরও বেশি কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। লকডাউন জোরদার করতে হবে। রোগের বিস্তারের পাশাপাশি আমরাও চিকিৎসার সামর্থ বাড়াচ্ছি। কিন্তু এক সঙ্গে লাখ-লাখ মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পৃথিবীর অনেক দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। অনেক উন্নত দেশ এই পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়েছে।তিনি বলেন,ইউরোপ-আমেরিকায় প্রতিদিন যেভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে আর সংক্রমিত হচ্ছে সেই তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ভালো আছে। আমরা এই ভালোটা ধরে রাখতে চাই।করোনা চিকিৎসায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, নতুন তিনটি কোয়ারেন্টিন সেন্টার বা ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে। একটি বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের একটি পুরানো মার্কেট এবং উত্তরার দিয়াবাড়িতে চারটি ভবন। এসব হাসপাতালের কাজ এগিয়ে চলছে। আশা করা যায় অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো প্রস্তুত করা যাবে। এছাড়াও আমরা বেশ কয়েকটি হাসপাতাল প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। এর মধ্যে মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতালের পুরানো অংশটুকু এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পুরানো বার্ন ইউনিট রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের একটি ভবনকেও তৈরি করতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন,বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে আমরা প্রথমেই শাহবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৫০০ বেড এবং আনোয়ার খান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৭০০ বেড নেবো। এগুলো ভালো হাসপাতাল এবং সেখানে আইসিইউ রয়েছে। প্রত্যেকটি জেলায় যেসব বেসরকারি হাসপাতাল এগিয়ে আসছে তাদেরকেও তালিকাভুক্ত করে নিচ্ছি।তিনি জানান, ঢাকার মিরপুর, বাসাবোসহ বেশ কয়েকটি এলাকা বেশি সংক্রামিত হয়েছে। নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারেন্টিনে গেছেন আরও ৫ হাজার ৬৮৪ জন। এখন পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৮৫ হাজার ৪৯৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮৪ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২ হাজার ১৮৯ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টিন মুক্ত হয়েছেন ১ হাজার ৪৫ জন এবং এখন পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন মুক্ত হয়েছেন ৬৩ হাজার ২৭৬ জন।তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৮৪ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ২৯৯ জন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন ১৭ জন।করোনার বিস্তাররোধে তিনি সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে করোনা মহামারী মোকাবিলায় সরকারের চরম অব্যবস্থাপনা: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। করোনাভাইরাসের মহামারী মোকাবিলায় সরকারের ‘অবহেলা-অজ্ঞতায় চরম অব্যবস্থাপনা’ সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।পথচারীদের হাত ধোয়ার সুবিধার জন্য সোমবার তেজগাঁওয়ে একটি বেসিন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে স্কাইপের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বিএনপি মহাসচিব এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন,আজকে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। যে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে, সে হাসপাতালগুলোতে আসলে কোনো চিকিৎসা নাই। আজকে কিছুক্ষণ আগে আমি দেখতে পেলাম কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে যারা নার্স আছেন, তাদের খাবারের কোনো ব্যবস্থা নাই।এই যে চরম একটা অব্যবস্থাপনা, এই অব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে তার একটা মাত্র কারণ হল- সরকারের চরম অবহেলা এবং অজ্ঞতা। অথবা সেই মানসিকতাই তাদের তৈরি হয়নি কীভাবে এই জিনিসটাকে মোকাবিলা করতে হয়।জটিল, ভয়াবহ, অমানবিক একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব এই অবস্থা থেকে উত্তরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।আসুন আজকে আমরা যে যেখানে আছি, যে যতটুকু পারি, যেভাবে পারি আমরা যেন এই চরম দুর্দিনে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।

ভাইরাসের বিস্তার মোকাবেলায় অফিস-আদালত, চলাচল বন্ধ রেখে সবাইকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়ায় দেশের অনেক শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সরকার তাদের বিষয়ে কোনো ‘বাস্তব কার্যরী পদক্ষেপ নিচ্ছেন না’ বলে অভিযোগ করেন ফখরুল।সব কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ দিনে এনে দিনে খাওয়া মানুষ অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে আছে, অনেকে না খেয়ে আছে।এই পরিস্থিতি সামলে নিতে সরকার যে প্রণোদনা তহবিলের ঘোষণা দিয়েছে, তারও সমালোচনা করেন বিএনপি মহাসচিব।শুধুমাত্র যারা বিত্তশালী, যারা বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে জড়িত, বিভিন্ন গার্মেন্টসের সাথে জড়িত, তাদের জন্যে এই প্যাকেজগুলো করা হয়েছে। তাও শুধুমাত্র ঋণের জন্য। আমরা দেখেছি এই প্যাকেজটা একটা ব্যাংক ঋণের প্যাকেজ। সাধারণ মানুষের জন্য কোনো বরাদ্ধ আমরা দেখতে পারছি না।আমরা পত্রিকাগুলোতে দেখছি ১০ টাকা কেজি চাল দেওয়া হচ্ছিল গরিব লোকের জন্য, তা চলে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতাদের ঘরে। আমরা দেখছি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলোতে শ্রমিকরা বেতন চাচ্ছে, তাদের বেতন না দিয়ে পেটানো হচ্ছে। আজকে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।বিএনপি মহাসচিব বলেন, করোনাভাইসের মহামারী থেকে বাঁচতে তাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। তাদের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াও দেশবাসীর জন্য ‘দোয়া’ করছেন। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তেজগাঁওয়ে দিনকাল পত্রিকার কাছে হাত ধোয়ার ওই বেসিন স্থাপন করা হয়। ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় তিনশ বেসিন স্থাপন করে জনসাধারণের হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা করেছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়।বেসিন স্থাপনের ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। অন্যদের মধ্যে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক মো. মোর্শেদ হাসান খান, প্রকৌশলী মাহবুব আলম, আসাদুজ্জামান চুন্নু, আশরাফ রেজা ফরিদী, উমাশা উমায়ুন মনি চৌধুরী, কামরুল হাসান সাইফুল, আতিকুর রহমান রুমন, শায়রুল কবির খান এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে করোনায় লকডাউনে অবরুদ্ধ অসহায়দের ত্রান বিতরণে বাঁধা দেয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক এবং বাংলাদেশ কর্মজীবি লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাজী মো: চাঁন মিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেন, আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কুচক্রী মহল ত্রান বিতরণে বাঁধা দিচ্ছে। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকালে সিদ্ধিরগঞ্জের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চিটাগাং রোড এলাকাস্থ তার মালিকানাধিন ফজর আলী গার্ডেন সিটি মার্কেটে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তবে চাঁনমিয়া বলেন, সম্প্রতি বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় সরকার লকডাউনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এতে বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বানিজ্য। অবরুদ্ধ থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়ে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। চরম খাদ্য সংকটে পড়ে নিম্ন ও দরিদ্র শ্রেনীর লোকেরা। সিদ্ধিরগঞ্জ তার ব্যতিক্রম নয়। তাই মানবিক বিবেচনায় শিল্পপতি ও সমাজ সেবক হাজি চাঁন মিয়া পাঁচশ দরিদ্র অসহায় পরিবারকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য চাল,ডাল,পেঁয়াজ ও তেল ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহন করেন। তিনি নাসিক ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার জন্য গত ১২ এপ্রিল রবিবার বিকেলে তার ছেলে আল-আমিনকে পাঠান বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ দেয়ার কার্ড বিতরণ করতে। আল আমিন কার্ড বিতরণ করে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পথে মোটরসাইকেল আরোহী র‍্যাব-১১’র দুইজন সদস্য তার পথরোধ করে। র‍্যাব সদস্যরা বাহিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আল আমিন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কার্ড বিতরণ করে বাসায় ফিরছে বলে জানায়। বিষয়টি র‍্যাব সদস্যদের সন্দেহ হলে তারা স্থানীয় ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে। কাউন্সিলরের সাথে কথা শেষ করে র‍্যাব সদস্যরা আল-আমিনকে বেধরক মারধর করতে থাকে। বিষয়টি জানতে পেরে আল-আমিনের পিতা হাজি চাঁনমিয়া র‍্যাব-১১ কার্যালয়ে ফোন করে অধিনায়কের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেও তাৎক্ষণিক ভাবে সম্ভব হয়নি। পরে র‍্যাব ১১ এর একজন এএসপি হাজি চাঁনমিয়াকে ফোন করে বিষয়টি জানতে চাইলে চাঁনমিয়া দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণের কথা খুলে বলেন। তখন র‍্যাবের ওই অফিসার জানায়, ত্রান বিতরণ করতে হলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে করতে হবে। এভাবে নিজ উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করা যাবেনা। ত্রাণ বিতরণ করবে এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। এ বলে র‍্যাব মোবাইল রেখে দেয়ে। তবে র‍্যাবের ওই অফিসারের নাম কি তা জানতে পারেনি চাঁনমিয়া। এ ঘটনায় তিনি ত্রাণ বিতরণ স্থগিত করে দেন।

করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর এর আগেও তিনি ৫ হাজার মাস্ক ও ৩ শতাধিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন বলে তিনি জানান। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি কুচক্রি মহল তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। কারণ, হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, আগামী সিটি নির্বাচনে ১ নং ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করায় জনসেবামূলক কাজে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে ঐ মহলটি। যাতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি না পায়।

চাঁনমিয়া আরো বলেন, ১ নং ওয়ার্ডে অসংখ্য দরিদ্র কর্মহীন অভাবী মানুষ সরকারি সাহায্য না পেয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এতে অনেক দরিদ্র মানুষ খাদ্য সংকটে ভোগছেন। সেই মানবিক দিক বিবেচনা করেই সরকারি ত্রাণ না পাওয়া দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করার উদ্যোগ নেন তিনি। তাই তিনি সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করে অসহায় মানুষ যেন ত্রাণ সামগ্রী পায় ও তাকে ত্রাণ বিতরণে বাঁধা প্রদানের বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে ন্যায় বিচার করার উদ্যোগ গ্রহন করার আবেদন জানান।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেছেন দুই শতাধিক বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বাংলাদেশিদের মৃত্যু ও সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি মারা গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। গত রোববার পর্যন্ত দেশটিতে অন্তত ১৩১ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন।করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রের পর যুক্তরাজ্যেও মারা গেছেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি। গত সোমবার বিকেল পর্যন্ত সেখানে অন্তত ৪৮ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন।

প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায় ও কূটনৈতিক সূত্রে পাওয়া তথ্যে অনুযায়ী, বিশ্বের ১১টি দেশে দুই শ—জনের বেশি বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে মারা গেছেন।যুক্তরাষ্ট্রে গত ৪৮ ঘণ্টায় অন্তত ৯ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে নিউইয়র্কে সাতজন ও ওয়াশিংটনে দুই বাংলাদেশি মারা গেছেন। এ ছাড়া দেশটিতে কয়েক শ বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।যুক্তরাজ্যের লন্ডন ও ম্যানচেস্টারে বাংলাদেশ মিশন এবং কমিউনিটি সূত্রে জানা গেছে, দেশটিতে সোমবার দুপুর পর্যন্ত ৪৮ জন বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। নিহতদের বড় অংশটি লন্ডনের বাসিন্দা। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের সরকারি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে সেখানকার গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী করোনাভাইরাস সংক্রমণের শিকার হওয়া লোকজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হচ্ছেন অভিবাসী। সেই হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশি আক্রান্তের সংখ্যা নেহাতই কম নয় বলে জানিয়েছেন সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশিরা।

সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩১ জন, যুক্তরাজ্যে ৪৮, ইতালিতে ৬ জন, কানাডায় ৪ জন, সৌদি আরব ও স্পেনে ৩ জন করে, কাতারে ২ জন এবং সুইডেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, লিবিয়া ও গাম্বিয়ায় ১ জন করে মারা গেছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত ১১টি দেশে ২০১ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন।যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী গত রোববার পর্যন্ত সেখানে ৬৬৯ জন বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।এখন পর্যন্ত সিঙ্গাপুর ছাড়া ইতালিতে ৭৪, স্পেনে ৭০, কুয়েতে ২৫, কানাডা ও ফ্রান্সে ২০ জন করে, মালয়েশিয়ায় ১২ ও জার্মানিতে ১০ বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

লবিস্টের পেছনে ব্যয় না করে দেশের জনগণকে দিন, বিএনপিকে তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। বিদেশি লবিস্টদের পেছনে অর্থ ব্যয় একইসঙ্গে ঘরে বসে দোষ খোঁজা বাদ দিয়ে বিএনপিকে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ।তিনি বলেছেন, বৈশ্বিক দুর্যোগ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশের এক-তৃতীয়াংশের মানুষকে যখন সরকার সহায়তা দিচ্ছে, তখন বিএনপি ঘরে বসে এসব কাজের দোষ খোঁজায় ব্যস্ত। চিরাচরিত এ অভ্যাস থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবন থেকে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ আহবান জানান।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা ঠেকাতে বিদেশি লবিস্টদের পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ করেছে। তাদের উদ্দেশে বলব, বিদেশি লবিস্টদের পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ না করে সেই টাকা জনগণের জন্য খরচ করুন।আক্ষেপ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, তাদের (বিএনপির) সিনিয়র নেতারা ক’দিন ধরে নানা বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু তারা জনগণের পাশে কোথায়! শহরে-গ্রামে কোথাও তাদের নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে নেই। তারা শুধু ঢাকা শহরে কয়েকটা লোক দেখানো ফটোসেশনে ব্যস্ত। আর সেই ফটোসেশন করতে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা ছাড়া আর কিছু নেই।

ত্রাণে অনিয়মের বিচার তৎক্ষণাৎ মোবাইল কোর্টে করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রাণে অনিয়মের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে বিএনপি যে কথা বলছে, তাতে তাদের নিজেদের চেহারা আয়নায় দেখতে বলব। তারা ২০০১ সালে ক্ষমতায় গিয়ে পরপর পাঁচবার দেশকে দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছিল।ত্রাণে অনিয়ম সরকারের পুলিশই উদঘাটন করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে, বেসরকারি পুলিশ নয়’ উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশে সিটি করপোরেশন, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায় পর্যন্ত সবমিলে ৭২ হাজারের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি রয়েছেন। এরমধ্যে ৪৫টি মামলা হয়েছে। স্থানীয় সরকার একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন মেম্বারকে বরখাস্ত করেছে। যা আনুপাতিক হারে দুই হাজারের মধ্যে একটি ঘটনা। যদিও একটি ঘটনাও কাম্য নয়। প্রধানমন্ত্রী গতকাল বলেছেন, এ ধরনের অনিয়মের সঙ্গে

ছয়ের পাতায়

করোনা মোকাবেলায় দেশবাসীকে সাহস নিয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় দেশবাসীকে সাহস নিয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; এই লড়াইয়ে সরকার জনগণের পাশে আছে বলেও আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

মহামারী ঠেকানোর লড়াইয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের উৎসবে রাশ টানার মধ্যে সোমবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ নিয়ে আসেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা।সবাইকে পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি নভেল করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপ তিনি তুলে ধরেন জাতির সামনে।অর্থনীতির সম্ভাব্য ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে নানা প্রণোদনার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনের কাতারে থাকা চিকিৎসাকর্মীদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তাদের বিশেষ সম্মানী এবং স্বাস্থ্যবীমার ঘোষণাও দেন তিনি।বৈশ্বিক মহামারী আকার ধারণ করা নভেল করোনাভাইরাস বাংলাদেশে সংক্রমিত হওয়ার পর এনিয়ে টানা তৃতীয়বার জাতির সামনে দিক-নির্দেশনা দিতে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্বজুড়ে লক্ষ প্রাণ হরণকারী ছোঁয়াচে এই রোগের বিস্তার এড়াতে গত ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটিতে রয়েছে দেশ; লকডাউনের মতো এই অবস্থায় দেশ কার্যত অচল হয়ে আছে।মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতা দিবসের পর বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষের উৎসবও করোনাভাইরাস কেড়ে নিলেও প্রথা ভেঙে বৈশাখী আমেজের সেটে সোমবার জাতির সামনে আসেন শেখ হাসিনা।তিনি শুরুতেই সবাইকে পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দেশ চলছে, তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।এবার পহেলা বৈশাখ ঘরে উদযাপনের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সবাইকে অনুরোধ করব কাঁচা আম, জাম, পেয়ারা, তরমুজসহ নানা মওসুমী ফল সংগ্রহ করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়িতে বসেই নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করুন।আপনারা বিনা কারণে ঘরের বাইরে যাবেন না। অযথা কোথাও ভিড় করবেন না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করুন।

বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নেওয়া নভেল করোনাভাইরাসে ইতোমধ্যে লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ১৮ লাখের বেশি মানুষ হয়েছে আক্রান্ত। বাংলাদেশেও ৬ শতাধিক আক্রান্তের মধ্যে ৩৯ জন মারা গেছে।এই রোগের কোনো টিকা-ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় সংক্রমণ এড়ানোই একমাত্র পথ; তাই বিভিন্ন দেশ লকডাউন করে সবাইকে ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। এজন্য পহেলা বৈশাখের সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।এটা করা হয়েছে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। কারণ, ইতোমধ্যেই এই ভাইরাস আমাদের দেশেও ভয়াল থাবা বসাতে শুরু করেছে, বলেন শেখ হাসিনা।সঙ্কটময় এই পরিস্থিতি সাহসের সঙ্গে মোকাবেলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা ভয় পাবেন না। ভয় মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে। কেউ আতঙ্ক ছড়াবেন না। আমাদের সকলকে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। সরকার সব সময় আপনার পাশে আছে ইতিহাস তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন,বাঙালি বীরের জাতি। অতীতে নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাঙালি জাতি সাহসের সঙ্গে সেগুলো মোকাবেলা করেছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। বিজয়ী জাতি আমরা। আমরা সম্মিলিতভাবে করোনাভাইরাসজনিত মহামারীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব।নববর্ষের এই ক্ষণে অতীতের জঞ্জাল-গ্লানি ধুয়ে-মুছে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দেশবাসীকে অভয় দিয়ে তিনি বলেন,করোনাভাইরাসের যে গভীর আঁধার আমাদের বিশ্বকে গ্রাস করেছে, সে আঁধার ভেদ করে বেরিয়ে আসতে হবে নতুন দিনের সূর্যালোকে।ভাষণে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার চরণ উদ্ধৃত করে শেখ হাসিনা বলেন, মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,হারা শশীর হারা হাসি,অন্ধকারেই ফিরে আসে।

ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত আসা ১৫ বাংলাদেশি কোয়ারেন্টিনে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আটকে পড়া দুই নারীসহ আট বাংলাদেশি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে দেশে ফিরেছেন। এনিয়ে বন্দরটি দিয়ে দেশে ফিরলেন ১৫ জন। তবে তাদের সবাইকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে বাংলানিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন পঞ্চগড়ের সিভিল সার্জন ডা. ফজলুর রহমান। এর আগে গত ০৬ এপ্রিল চারজন ও ১২ এপ্রিল তিনজন একই বন্দর দিয়ে ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন। সিভিল সার্জন ডা. ফজলুর রহমান বলেন, সোমবার ভারত থেকে দেশে ফেরা আট জনসহ মোট ১৫ বাংলাদেশিকে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্থলবন্দর এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তারা সবাই সুস্থ রয়েছেন।

এদিকে, স্থলবন্দর সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) বিস্তার ঠেকাতে সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইমিগ্রেশন সুবিধা বন্ধ থাকায় ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এসব বাংলাদেশি নাগরিকরা আটকে পড়েছিলেন। এর আগে তারা চিকিৎসাসহ নানা কারণে ভারতে গিয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশনা ও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে স্থলবন্দর এলাকায় সবাইকে সরকারি খরচে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তবে তাদের শরীরে করোনার কোনো উপসর্গ পাওয়া যায়নি।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকছেদ আলী বলেন, দেশে ফিরিয়ে আনা ১৫ বাংলাদেশিকে বন্দর এলাকায় সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষে তাদের সবাইকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

দেশের সংকটে মানুষ বাঁচানোই হচ্ছে রাজনীতি : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দেশের চলমান এই সংকটে দলীয় কোন রাজনীতি নয়, মানুষকে বাঁচানোই হচ্ছে রাজনীতি।সোমবার দুপুরে তাঁর সরকারি বাসভবনে দেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে দেশের সকল রাজনৈতিক, পেশাজীবী, শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগের সামিল হতে হবে। তিনি বলেন,আপনার সাহায্যের জন্য শেখ হাসিনাকে সাহায্য করুন।বিভেদের রাজনীতি পরিহার করে জাতীয় এই সংকট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের সকল মানুষকে ঘরে থেকেই এই অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা করতে হবে। অস্তিত্বের প্রশ্নে সকলকে জনসমাবেশ এড়িয়ে চলতে হবে।ত্রাণ বিতরণের নামে কোন রকম অনিয়ম সহ্য করা হবে না জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, এই দুর্যোগের মূহূর্তে অসহায় মানুষের ত্রাণ সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ করে চলেছে একটি গণবিরোধী চক্র, ত্রাণের নামে কোন ধরনের লুটপাট সহ্য করা হবে না।

অসমের বাইরে আটক শ্রমিক, পড়ুয়া, রোগীদের জন্য আর্থিক সাহায্য সরকারের, জারি হেল্পলাইন নম্বর

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স) : লকডাউনের কবলে পড়ে অসমের বাইরে অন্য রাজ্যে আটক শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত মানুষ, তীর্থযাত্রী, চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন এমন মানুষ বা অন্য কাজে গিয়ে আটকে পড়েছেন, তাঁদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে সরকার। এ জন্য একটি হেল্পলাইন জারি করেছে অসম সরকার। সোমবার রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ৯৬১৫৪ ৭১৫৪৭ নম্বরের এক হেল্পলাইন শুনিয়ে বলেন, এই নম্বরে মিসডকল দিলে একটি ভয়েস মেসেজ যাবে। এর পর যাবে একটি লিংক। ওই লিংকে ক্লিক করলে একটি ফর্ম বেরোবে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নাম, তিনি কোথায় আটকে রয়েছেন এবং তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে ফর্ম পূরণ করে পাঠাবেন। তার পর উপযুক্ত যাচাই করে ওই অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেবে রাজ্য সরকার। তিনি জানান, ইতিমধ্যে বহুজন এর মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন। যাঁরা কেবল মিসডকল দিয়েছেন, অথচ ফর্ম পূরণ করতে পারেননি তাঁদের গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং পিরামল ফাউন্ডেশনের ৪০০ ছাত্রছাত্রীর এক দল সহায়তা করবেন। তাঁদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

বিদেশে হঠাৎ আবদ্ধদের সম্পর্কে গৃহীত অন্য এক পদক্ষেপের তথ্য দিয়ে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব আরও জানান, 'বিদেশত গৈ আটক ২১ জনকে ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তিতে ১০০০ ডলার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি ১০০০ ডলার আগামী ২৫ এপ্রিল দেওয়া হবে। যাঁরা এখনও তা পাননি তাঁদের অসমের অর্থ বিভাগের টুইটারে টুইট করতে হবে।'

অন্যদিকে, অসমের বাইরে অন্য রাজ্যে ক্যানসার, কিডনি এবং হৃদ রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে আটকে পড়া মোট ৯১৯ জনের ফোন এসেছে। এর মধ্যে ২১৩ জনকে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা শনাক্ত করে ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টাকা করে তাঁদের অ্যাকাউন্টে জমা করে দিয়েছেন। বাকিদের ভেরিফিকেশন করছেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আজ সকালে হেল্পলাইন জারির ১০ মিনিটের মধ্যে অসমের বহিঃরাজ্য থেকে ৬ হাজার মিসডকল এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে করোনা মোকাবিলা যে পরিমাণ পরীক্ষা প্রয়োজন, তা হচ্ছে না : নাইসেড

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল(হি.স.): করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে যে পরিমাণ পরীক্ষা প্রয়োজন, তা করাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এমনই অভিযোগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস (নাইসেড)-এর প্রধানের। প্রধান ড: শান্তা দত্ত জানাচ্ছেন প্রতিদিন ২০টিরও কম স্যাম্পেল বা নমুনা পরীক্ষার জন্য আসছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় কম। গত সপ্তাহে এই হারেই পরীক্ষা চলেছে। এইভাবে চলতে থাকলে, আক্রান্তের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা কোনওভাবেই জানা সম্ভব হবে না।তিনি আরও জানান, পরিকাঠামো রয়েছে পরীক্ষা করার। রাজ্য সহযোগিতা করলে কাজ আরও দ্রুত হবে। নমুনা সংগ্রহে গাফিলতি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই এই রাজ্যে করোনা ভাইরাসের টেস্ট করার সংখ্যা যথেষ্ট কম। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেন যে হারে নমুনা আসছে, তা যথেষ্ট নয়। বরং প্রথমদিকে বেশি নমুনা আসছিল। তাই পরীক্ষাও হচ্ছিল তাড়াতাড়ি। সেই গতি এখন অনেক ধীর।

তবে শুধু রাজ্যের ওপরেই দোষ চাপাননি তিনি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যাণ্ড এনটেরিক ডিজিজেস-এর প্রধান জানাচ্ছেন, করোনা টেস্ট করার জন্য শুধুমাত্র এনআইসিইডি যে রয়েছে, তা নয়। এখন বহু জায়গাতেই করোনা টেস্ট করা হচ্ছে। ফলে এনআইসিইডি-তে কম নমুনা এসে পৌঁছচ্ছে।

এর আগে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন রাজ্যের হাতে করোনা টেস্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ যথেষ্ট নেই। শান্তা দত্ত বলেন এখনও পর্যন্ত ৪২,৫০০টি টেস্ট কিট এনআইসিইডি-র হাতে এসে পৌঁছেছে। এখনও ২৭ হাজার কিট তাদের সংগ্রহে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।তবে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ২৫২৩টি পরীক্ষা করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

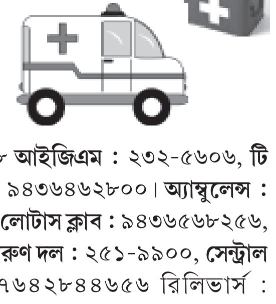

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসমের ৩০তম করোনা-আক্রান্তের যোগ নেই তবলিগ-ই জামাতের

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে আরও এক ব্যক্তির শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তিনি ধুবড়ি জেলার বাসিন্দা বছর ৩৫-এর হজরত আলি। তবে তিনি দিল্লি গেলেও তাঁর সঙ্গে মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাত-যোগের সম্বন্ধ নেই। সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ নিয়ে অসমে কোভিড ১৯ পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ৩০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে গত ৯ এপ্রিল রাত ১টা ৫৪ মিনিটে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ (৬৫)।

এর আগে নয়া সংক্রমিত রোগী হজরত আলি দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগ দিয়েছিলেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। ওই খবর খণ্ডন করে মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, 'বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরীক্ষায় হজরত আলির কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। তিনি এয়ার এশিয়ার বিমানে ২১ মার্চ দিল্লি থেকে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলেন। ওই দিনই বিকেল ৪-টায় বাসে ধুবড়ি যান।'

মন্ত্রী আরও জানান, 'ধুবড়ির বড়বাজারে তিনি অত্যাবশ্যক সামগ্রী কিনতে গিয়েছিলেন। এর পর কোনও ভাবে তাঁর দিল্লি যাত্রার তথ্য জানতে পারে স্বাস্থ্য দফতর ও প্রশাসন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। ৭ এপ্রিল তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে দেখে তাঁকে ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়। ১০ এপ্রিল লালারস ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। এর পর আজ ১৩ এপ্রিল তাঁর রিপোর্ট কোভিড-১৯ পজিটিভ আসে।'

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, হজরত আলি দিল্লির নিজামউদ্দিনে গিয়েছিলেন ঠিক। তবে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণ করেননি বলে ডাক্তারদের নাকি তিনি বলেছেন।

পহেলা বৈশাখের প্রাক্কালে অচেনা ছবি বই পাড়ায়

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): খুব খারাপ লাগছে। এক কথায় অভূতপূর্ব '। ছোট্ট প্রতিক্রিয়া প্রবীণ প্রকাশক শংকর মন্ডলের। বইপাড়ার অন্য প্রকাশকদেরও ভাবটা এইরকম। অন্য বছর ১ বৈশাখ বইপাড়া জমজমাট থাকে। ক''দিন আগে থেকে শুরু হয় ব্যস্ততা। এ বার লকডাউনে বই পাড়া শুনশান। কারণ প্রকাশকদের দফতরে লেখক সমাবেশ হবে না। বাংলা প্রকাশনার আদি যুগ যুগ থেকে লেখক-কবিরা আসেন বইপাড়ায়। প্রকাশকদের দফতরে তাঁদের আড্ডা, ভাব বিনিময় চলে।নগদ কিছু লেনদেনও হয় সেদিন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিমল মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল-সমরেশ-কালকূট নববর্ষে গমগম করত বইপাড়া। আগে বাংলা নববর্ষে বই প্রকাশের হত। কলকাতা বইমেলা শুরুর পর এই দিন স্থানান্তরিত হলেও ১ বৈশাখের পবিত্রতা পুরোমাত্রায় রয়ে গিয়েছে বইপাড়ায়। এবার হচ্ছে ছন্দপতন। কলকাতার মর্যাদাসম্পন্ন প্রকাশক শংকর মন্ডল এই প্রতিবেদককে বললেন, "দীপ প্রকাশন তো বটেই, তারও আগে অন্য প্রকাশনাতেও বিশেষভাবে এই দিনটি উদযাপন করেছি। এবারেই হচ্ছে ছন্দপতন। অবস্থা আলাদা। আশা করি পরিস্থিতি ভাল হয়ে যাবে। নবীন প্রকাশক গুনেন শীল প্রায় ২৮ বছর আগে তৈরি করেছিলেন "পত্রলেখা"।হিন্দুস্থান সমাচার"-কে তিনি জানালেন, '১০-১২ বছর ধরে ১ বৈশাখ লেখক সমাবেশ করি। মিষ্টিমুখ আড্ডা জমে ওঠে।এবার তো ফোনে সারতে হবে দিনটা। শ্রমিকরা অনেকে আটকে আছেন। প্রেসের লোকেরা বলছেন কী করে চলবে আমাদের? যে বইগুলি নববর্ষে বার হওয়ার কথা ছিল, তা এ বার হবে না। ভেবেছিলাম, ফেসফুকে বুকে তা ঘোষণা করব। কিন্তু করলাম না। কারণ, যা পরিস্থিতি, তাতে এখন কোনও প্রচার নয়। ' একই প্রতিক্রিয়া দেব সাহিত্য কুটির-এর রূপা মজুমদারের। প্রতি বছর তাঁর আমন্ত্রণে অন্য অনেক সাহিত্যিকের মত এই প্রতিবেদক যান ঝামাপুকুর লেনে তাঁদের ঐতিহ্যের দফতরে। গত বছর ঘরোয়া আড্ডায় গীটারে সুরের মূর্চনায় আমোদিত করেছিলেন শিল্পী রঞ্জনপ্রসাদ। এবার সেই সমাবেশ হচ্ছে না। একই ভাবে, এবার অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকছে দে''জ, বিশ্ববানী, পত্রভারতী প্রতিটি প্রকাশক সংস্থা।

করোনা আক্রান্ত চার্নক হাসপাতালের ৩ স্বাস্থ্যকর্মী

কলকাতা,১৩ এপ্রিল (হি স): আতঙ্কের মাঝে ফের আতঙ্ক।এবার করোনা আক্রান্ত চার্নক হাসপাতালের ৩ স্বাস্থ্যকর্মী।সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল চার্ণক হাসপাতাল। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,চার্নক হাসপাতালের ৩ স্বাস্থ্যকর্মীর নমুনা পরীক্ষা করা হলে তাদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আর যার জেরে বন্ধ চার্ণক হাসপাতাল। জীবাণুমুক্ত করার কাজ চলবে বেসরকারি হাসপাতালে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,সম্প্রতি চার্ণক হাসপাতালেই এক রোগী ডায়ালিসিস করতে এসেছিলেন। ডায়ালিসিস হয়ে গেলে তিনি ফিরে যান। কিন্তু পরে অন্য একটি শহরের বেসরকারি হাসপাতালেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর।ওই ব্যক্তির তার লালা রস পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তিনি করোনা সংক্রমণে সংক্রমিত ছিলেন। আর যার জেরেই বন্ধ করে দেওয়া হল কলকাতার চিনারপার্ক সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতাল চার্ণক।

লকাডাউনে পায়ে হেঁটেই বাড়ির পথে ময়নাগুড়ির দুই শ্রমিক

মেটেলি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যে লকডাউন চলছে। কর্মস্থলে কাজ নেই। রাস্তায় গাড়িও নেই। খাবার টাকাও শেষ। তাই কর্মস্থল থেকে পায়ে হেঁটেই বাড়ির পথে রওনা দিল দুই শ্রমিক। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের রানীরহাট মোড়ের দুই বাসিন্দা পেশায় কাঠমিস্ত্রি স্বপন মজুমদার ও সজল সরকার প্রায় ১ মাস ধরে কালিম্পং জেলার তোদেতে কাজ করছিল। কিন্তু এখন কাজ বন্ধ। তাই সোমবার ভোর ৩টা নাগাদ যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে পায়ে হেঁটে প্রায় ১০০ কিমি দূরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

এদিনর সকালে তারা পৌঁছায় বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে। এখান থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের পথে তারা ফের রওনা দেয়। তারা জানায়, 'কাজ বন্ধ।খাবারের জন্যও টাকা নেই। রাস্তায় গাড়িও নেই। তাই পায়ে হেঁটেই রওনা দিয়েছি।' তাদের শারীরিক কোনো সমস্যা হচ্ছেনা বলেই জানিয়েছে তারা।

তথ্যমন্ত্রী হাছান

পাচের পাতার পর

জড়িতদের আগে মোবাইল কোর্টে বিচার হবে। পরে নিয়মিত মামলা। খালেদা জিয়ার মুক্তি কভার করতে যাওয়া গণমাধ্যমকর্মীর করোনায় আক্রান্তের খবরের প্রতিক্রিয়ায় ড় হাছান উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যেখানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের জনসমাগম অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে, সেখানে খালেদা জিয়ার মুক্তিকালে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালসহ বিভিন্ন স্থানে বিএনপির নেতাকর্মীদের জমায়েত করে বিএনপি যে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে, এর দায়ভার তাদেরই বহন করতে হবে।

করোনা প্রতিরোধে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের নীতিমালা গ্রহণের আর্জি

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : আয়ুশ বিজ্ঞানকে করোনা-নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগাতে আগে বারেবারে আবেদন সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে তা মান্যতা পায়নি। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ সেই আবেদনে মান্যতা দিয়ে বিবৃতি জারি করেছে।

আয়ুশ মন্ত্রালয়ের সবুজ সংকেত দেওয়ার আগে থেকেই এ নিয়ে আবেদন করে এসেছে 'ন্যাশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্ট এন্ড ইউথ অ্যাসোসিয়েশন' ও 'বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ অভিযান' নামক পশ্চিমবঙ্গের আয়ুর্বেদ সংগঠন। তারা বিভিন্ন গবেষণাপত্রের প্রামাণ্য তথ্যাদির সাথে ইমিউনিটি বৃদ্ধিকারক নীতিমালা উল্লেখ করে গেছেন। এরপর ক্রমাগত প্রধানমন্ত্রী দেশের বিশিষ্ট আয়ুশ গবেষকদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে করোনা দমনে আয়ুশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর নির্দেশনামা জারী করেন।

দেশ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্য যেমন কেরালা, গোয়া, হরিয়ানা, গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর ইত্যাদি করোনার আয়ুর্বেদ প্রটোকল জারী করে। দেশ হিসেবে শ্রীলংকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় এক নির্দেশনামার। অবশেষে প্রেস রিলিজ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানায় পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ। ন্যাশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউথ অ্যাসোসিয়েশন-(নস্য)এর পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও উত্তরপূর্ব শাখার ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী ডাঃ সুমিত সুর 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, এরাজ্যে করোনা দমনে আয়ুশ নির্দেশিকা অতি সত্বর জারী করা উচিত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যাপ্ত থাকলে সংক্রমণ আটকানো যায়।

'বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ অভিযান'-এর সচিব ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, "আমরা ডি.এম থেকে শুরু করে সি.এম পর্যন্ত বারেবারে এই আবেদন জানিয়ে আসছি। এমতাবস্থায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি।" 'নস্য ও বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ অভিযান'-এর তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

দেশবাসীকে বৈশাখী শুভেচ্ছা জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): বৈশাখী, উড়িয়া নববর্ষসহ একাধিক উৎসবের জন্য দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা লিখেন, বৈশাখী, বিহু, পয়লা বৈশাখ, বিশু, মহাবিষুব পনা সংক্রান্তি এবং পুথুন্ড উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। উৎসব সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। অপর একটি টুইটে জগত প্রকাশ লেখেন, সমস্ত দেশবাসীকে বৈশাখী পবিত্র তিথিতে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই বছর উৎসব সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। গোটা বিশ্ব করোনা মহামারী থেকে মুক্ত হোক। এদিন জালিওনাবাগ হত্যাকান্ড স্মৃতিচারণ করেন বিজেপি সভাপতি। শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন তিনি।

লকডাউনের মাঝে হাওড়া ব্রিজ থেকে উদ্ধার ৪৬ লক্ষ টাকা

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। করোনা আবহে লকডাউনের মাঝেই সোমবার হাওড়া ব্রিজ থেকে উদ্ধার ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪০০ টাকা। ঘটনায় দুই যুবককে আটক করেছে নর্থ পোর্ট থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর,হাওড়া ব্রিজের উপরে জোমাটো ফুড ডেলিভারি বয়ের স্কুটি আটকায় পুলিশ । এরপরই জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি মেলে পুলিশের। এরপরই ব্যাগ তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪০০ টাকা। জানা যাচ্ছে ওই দুই বাইক আরোহী বড় বাজার থেকে হাওড়া দিকে যাচ্ছিলেন। কোথা থেকে এত টাকা এলো কিভাবে এল তা খতিয়ে দেখছে নর্থ পোর্ট থানার পুলিশ।

সরকারের

● **প্রথম পাতার পর**

রবার উৎপাদন কেন্দ্র লকডাউনে চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সামাজিক দূরত্ব এবং নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে বলেই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই আদেশনামায় আরও বলা হয়েছে, এই সব কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের পরিবহণের ব্যবস্থা উৎপাদকদের সুনিশ্চিত করতে হবেঊ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পাস প্রশাসনের কাছ থেকে তাঁদের সংগ্রহ করতে হবে।

গতি বেড়েছে

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোয়ারেন্টাইনে থাকা সকলের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। সে মোতাবেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা স্তরে কর্মপন্থা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে দাবি করেন এসএসও ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা।

আজ বিপ্লব কুমার দেব ফেইসবুক পেইজে জানিয়েছেন, রাজ্যের করোনা আক্রান্ত প্রথম মহিলার রিপোর্ট টানা দ্বিতীয়বার নেগেটিভ এসেছে। তাঁর শারিরীক অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি বলেন, ওই মহিলার শারিরীক অবস্থার এভাবেই উন্নতি হলে তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে স্থানান্তর করা হবে এবং নজরদারীতে রাখা হবে। তিনি বলেন, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কৃপায় খুব শীঘ্রই ওই মহিলা সুস্থ হয়ে উঠবেন। সাথে তিনি প্রার্থনা করেন মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে ত্রিপুরাবাসী করোনা যুদ্ধে জয়ী হবেন।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সংখ্যা বেড়ে হল ৩০৮। স্বস্তির বিষয় হল-ইতিমধ্যেই ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮৫৬ জন।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯১৫২ জন। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩০৮। তবে আশার কথা, এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮৫৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৩০৮ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে একজনের, দিল্লিতে ২৪ জনের, গুজরাটে ২৫ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে দু''জনের, কর্ণাটকে ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে দু''জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৬ জন, মহারাষ্ট্রে ১৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১১ জন, রাজস্থানে ৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ১১ জন, তেলেঙ্গানায় ৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৮৫, তামিলনাড়ুতে ১০৪৩, দিল্লিতে ১১৫৪, কেরলে ৩৭৬, কর্ণাটকে সংক্রমিত ২৩২ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৪২৭ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১১ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ২৯ জন, বিহারে ৬৪ জন, চণ্ডীগড়ে ২১ জন, ছত্তিশগড়ে ৩১ জন, গোয়ায় ৭ জন, গুজরাটে ৫১৬ জন, হরিয়ানায় ১৭৫ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩২ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ২৪৪ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৯ জন, লাদাখে ১৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ৫৬৪ জন, মণিপুরে দু''জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৫৪ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ১৫১ জন, রাজস্থানে ৮০৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৫০৪ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৩৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৪৮৩ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৫২ জন।

গুজরাটে করোনায় মৃত্যু আরও দু''জনের, আক্রান্ত বেড়ে ৫৩৮

আহমেদাবাদ, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে পড়েন হারালেন আরও দু''জন। আহমেদাবাদের এসভিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ৭৬ বছর বয়সী করোনা-সংক্রমিত একজন বৃদ্ধের, এছাড়াও ভাদোদরার মৃত্যু হয়েছে ২৭ বছর বয়সী যুবকের। রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বাস্থ্য) জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, গুজরাটে নতুন করে দু''জনের মৃত্যুর পর করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৬।

অন্যদিকে, গুজরাটে করোনাভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২ জন। ২২ জনের মধ্যে আহমেদাবাদে ১৩ জন, সুরাটে ৫ জন, বনসকাণ্ঠায় দু''জন, এবং আনন্দ ও ভদোদরায় একজন করে সংক্রমিত হয়েছেন। নতুন করে ২২ জন আক্রান্ত হওয়ার পর গুজরাটে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৩৮।

করোনা : রাজস্থানে সংক্রমিত আরও ১১ জন, আক্রান্ত বেড়ে ৮১৫

জয়পুর, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থামছেই না, বরং আরও বাড়ছে ভারতে। মরুরাজ্য রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১১ জন। নতুন করে ১১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮১৫-তে পৌঁছেছে।

সোমবার অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রোহিত কুমার সিং জানিয়েছেন, রাজস্থানের ভরতপুর এবং বান্সওয়ারা জেলায় ১১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ১১ জনের মধ্যে ১০ জন ভরতপুরে এবং একজন বান্সওয়ারায়। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮১৫।

জার্মানিতে করোনায় মৃত বেড়ে ২৭৯৯, আক্রান্ত ১২৩,০১৬

বার্লিন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): জার্মানিতে রোজই বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি, জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৫৩৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের। রবিবারের তুলনায় সোমবার আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম। এর আগে রবিবার জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২,৮২১।

ফলে, সোমবার (১৩ এপ্রিল) পর্যন্ত জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন ২,৭৯৯ জন। জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ১,২৩,০১৬-এ

করোনা আতঙ্কের মাঝে নিরাপত্তায় দাবিতে কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর কলকাতাও। কিন্তু আতঙ্কের মাঝেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্বাস্থ্যকর্মীরা। আর নিরাপত্তার দাবিতে সোমবার কলকাতা মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ।

স্বাস্থ্যকর্মীরা অভিযোগ তুলেছে, পিপিই ছাড়া কাজ করতে হচ্ছে তাদের এমনকি ভিড় বাসে বাড়ি যেতে হচ্ছে তাদের। এর জেরে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। নিরাপত্তা ছাড়া আর কাজ নয় এই দাবিতে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারকে একঘণ্টা ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখায় হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ পর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তুলে নেওয়া হয় বিক্ষোভ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বর্তমানে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়াল ১১০

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি স):করোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে শহর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।আর এবার রাজ্যে ১০০ পেরোলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বর্তমানে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১১০। সোমবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে এমনটাই খবর।স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন বলা হয়েছে,এখনও নিজের বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৩৯ হাজার ১৭৮ জন।হাসপাতালে আইসোলেশনে এখনও পর্যন্ত ভর্তি হয়েছেন ২২৭০ জন। আইসোলেশন থেকে এখনও পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ১৮৪৮ জনকে।এঁদের মধ্যে এখনও হাসপাতালে আছেন ৪২২ জন।

ফায়ার স্টেশন

● **প্রথম পাতার পর**

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। জানা গিয়েছে, ফায়ার স্টেশনের এক কোনে হঠাৎ আগুন দেখতে পান সেন্ট্রির দায়িত্বে থাকা জনৈক ফায়ারম্যান। সাথে সাথেই তিনি স্থানীয় বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে কল করে বিষয়টি জানায় যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেয়। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা খবর পাওয়ার প্রায় পনের মিনিট পর সেখানে পৌঁছে। এই সময়ের মধ্যে আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ফায়ার স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে মজুত রাখা জ্বালানি তেল ও গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে যায়। তাতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যায়। পরে করবুক এবং অমরপুর থেকে ফায়ার সার্ভিসের ইঞ্জিন আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ফায়ার সার্ভিসের যুগ্ম অধিকর্তা কেরি মারাক জানিয়েছেন প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের কাজকর্ম অস্থায়ী ভাবে করা হয়েছে গর্জনটিলা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে।

হবে না রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতি বছর আগরতলায় লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে বিরাট মেলার আয়োজন হয়। এছাড়াও দক্ষিণ জেলার জোলাইবাড়িতে বৌদ্ধধর্মের রীতি মেনে মহামুনি পাগোদা-য় পাঁচদিন ব্যাপী মেলার আয়োজন হতো প্রতি বছর। এ-বছর সেই মেলাও বন্ধ রাখা হয়েছেঊ এছাড়া, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে পয়লা বৈশাখ পালিত হয়েছে মহা ধুমধামেই। জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষ সমানভাবে বাংলা নববর্ষে আনন্দে মেতে ওঠেন। কিন্ত, এ বছর করোনা আতঙ্কে সবকিছুতেই ভাটা পড়েছে।

মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী আক্ষেপ করে বলেন, আমার তিন পুরুষে আজ পর্যন্ত কখনও পয়লা বৈশাখে মায়ের মন্দিরে মানুষের উপস্থিতি হয়নি এমন দেখিনি। তাঁর কথায়, বংশ পরম্পরায় আমরা মায়ের সেবায় নিবেদিত। বাপ-ঠাকুর্দারা মায়ের পূজা করেছেন। ওই একই দায়িত্ব আমিও পালন করছি। তবে এবারই প্রথম পয়লা বৈশাখে মন্দিরে পুণ্যার্থীরা পূজা দিতে পারবেন না। হালখাতা যাত্রা করতে পারবেন না তাঁরা। একইভাবে বিষাদের সুর স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও। এমন-কি ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পসরা সাজিয়ে বসতেন প্রতি বছর। এবার সেই সুযোগ নেই।

এ-বিষয়ে গোমতির জেলাশাসক টি কে দেবনাথ বলেন, নিয়ম অনুযায়ী লকডাউন চলাকালীন সমস্ত ধর্মীয় স্থানে জনসমাগমে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষেও সেই আদেশের কোনও ব্যতিক্রম হবে নাঊ তাঁর কথায়, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আগামীকালও পুণ্যার্থীদের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে জেলাবাসীর নানা চাহিদার কথা মাথায় রেখে নববর্ষ যাতে বিষাদময় না হয়ে ওঠে সে-দিকে সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়েছে। তিনি জানান, উদয়পুরে করোনা স্পর্শকাতর এলাকায় আগামীকাল ঠেলায় করে মাছ, মাংস, সবজি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন বাজার সচল রাখার ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাবাসীকে মাইকিং করে সমস্ত নিয়ম জানানো হবে।

প্রাঙ্গন

আগে করোনা পরীক্ষা তারপর ফুটবল

এক মাসেরও বেশি হয়েছে থেমে গেছে 'দ্য বিউটিফুল গেম'। বেলারুশের মতো দু-একটি বিচিত্র দেশ ছাড়া বিশ্বজুড়েই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ফুটবল। করোনাভাইরাসে বন্ধ হয়ে যাওয়া লিগগুলো আবার কবে মাঠে গড়াবে, তা বলতে পারছেন না কেউ। তবে ইতালির ফুটবল ফেডারেশন বলেছে সব খেলোয়াড়ের করোনা পরীক্ষার পর অনুশীলনের অনুমতি দেবে তারা।

ইউরোপিয়ান ফুটবল সর্বশেষ দর্শকঠাসা স্টেডিয়াম দেখেছে গত ১২ মার্চ। গ্লাসগোর আইব্রক্স স্টেডিয়ামে রেঞ্জার্স ও বায়ার লেভারকুসেনের ইউরোপা লিগের ম্যাচ দেখতে হাজির হয়েছিলেন ৫০ হাজারেরও বেশি দর্শক। ওই দিনের ইউরোপা লিগের বাকি ম্যাচগুলো অবশ্য হয়েছিল দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। এরপরই বিরান ভূমি হয়ে গেছে বড় বড় সব ফুটবল স্টেডিয়াম। অনেক ভেন্যু তো দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহার করার জন্য।

যুক্তরাজ্য, ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানিইউরোপের শীর্ষ পাঁচ ফুটবল শক্তির দেশেই প্রবলভাবে হানা দিয়েছে করোনাভাইরাস। হাজার হাজার মানুষ মারা গেছেন চীনের উহান থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসে। দেশগুলো কার্যত অচল হয়ে আছে লকডাউনে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল লিভারপুলের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ বলেছিলেন, 'এখন ফুটবল ও ফুটবল ম্যাচের সত্যিই কোনো গুরুত্ব নেই।' ফুটবল দিয়ে কী হবে মানুষ যদি না বাঁচেএই চিন্তা থেকে সরে দাঁড়ানোর মতো সময় এখনো হয়নি বলেই তাঁর মনে হচ্ছে।

তবে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা আশাবাদী, দেরিতে হলেও শেষ করা যাবে চলতি মৌসুম। উয়েফা তো বলেই দিয়েছে দরকার হলে ফুটবল মৌসুমটাকে আগস্ট পর্যন্ত নিয়ে যেতে। বলেছে লিগগুলো শেষ করতেই হবে, নইলে পরের মৌসুমের ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাবে না ওই সব লিগের ক্লাব।

তাহলে কবে ফুটবল মাঠে গড়াবে? উত্তরটা জানা না থাকলেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইতালির ফুটবল ফেডারেশন আশাবাদী, মে মাসেই অন্তত অনুশীলনে ফিরতে পারবেন দেশটির ফুটবলাররা। তবে সংস্থাটির সভাপতি গ্যাব্রিয়েলে গ্রাভিনা জানিয়েছেন, অনুশীলনে ফেরার আগে বাধ্যতামূলকভাবে সব ফুটবলারের করোনাভাইরাস টেস্ট করা হবে, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ামাত্র আমরা চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করব। শিগগিরই আমরা বৈঠকে বসছি। আমরা একটি কর্মপদ্ধতি তৈরি করব ও সবাইকে জানাব। আশা করছি, মে মাসের শুরুতে (করোনা) পরীক্ষা শুরু করতে পারব। কারও শরীরে ভাইরাস না পাওয়া গেলে অনুশীলন শুরু হয়ে যাবে।'লিগ শুরু হতে পারে কবে, এই প্রশ্নের জবাবে গ্রাভিনা জানালেন, 'আমরা কি গ্রীষ্মজুড়েই খেলব? আমরা কোনো দিন-তারিখ ঠিক করিনি, তবে চ্যাম্পিয়নশিপ (লিগ) শেষ করার ইচ্ছা আছে।'লিগ শেষ করার পক্ষে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দল ক্রিস্টাল প্যালেসের কোচ রয় হজসনও। বর্ষীয়ান এই কোচের চাওয়া, মাঠের খেলা শেষেই নির্ধারিত হোক দলগুলোর অবস্থান, 'আমরা সবাই একমত যে মৌসুমটা শেষ করতে হবে। কারা লিগ জিতবে, কারা চ্যাম্পিয়নস লিগে যাবে, কারা অবনমিত হবে ও কারা উঠবেএই সব সিদ্ধান্ত যেন চাপিয়ে দেওয়া না হয়।'করোনা সংকট কাটিয়ে ওঠার পর লিগ শুরু হলে ইংলিশ এফএ ওয়েম্বলি ও ন্যাশনাল ফুটবল সেন্টারে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ আয়োজন করতে দেবে। লিগ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, সেটিই চাওয়া এফএর।

ছেলের 'শত্রু'কে প্রেমিক করেছেন নেইমারের মা

নতুন প্রেমিক খুঁজে নেওয়ার জন্য মাকে শুভকামনা জানিয়েছেন নেইমার। কিন্তু তিনি যখন জানবেন মায়ের নতুন প্রেমিক তাঁর 'চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী' দলের সমর্থক তখন কী হবে! অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এ যুগে এসব বিষয় চাপা থাকে খুব কমই। মায়ের প্রেমিক বলেই হয়তো নেইমার জেনেবুঝেই শুভকামনা জানিয়েছেন, কে জানে!

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাটায় একটু খটকা লাগতে পারে। লিগ ওয়ানে নেইমারের দল পিএসজির এখন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে কিছু আছে না কি! মোনাকোই যা একটু বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ২২ বছর বয়সী থিয়াগো রামোস মোনাকোর সমর্থক নন। তাহলে?

বার্সেলোনা ছেড়ে নেইমার ২০১৭ সালে পিএসজিতে যোগ দিলে তাঁর মন পড়ে থাকে ক্যাম্প ন্যুতে। অন্তত গত তিন বছরে দলবদলের বাজারে এমন ঢেউই উঠেছে। প্রতি মৌসুমেই রবওঠে এবার পিএসজি ছেড়ে নেইমার ফিরছেন বার্সায়। যদিও তা এখনো আলোর মুখ দেখেনি, কিন্তু নেইমারের হৃদয় তো চেয়ে থাকে বার্সার দিকেই, এর আগে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজেই। অবশ্য সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, রিয়ালও না কি নেইমারকে দলে টানার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নেইমারকে ঘিরে বার্সাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

সে হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদ এখনো নেইমারের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল। আর তাঁর চেয়ে ৬ বছরের ছোট মায়ের প্রেমিক রামোস রিয়াল মাদ্রিদেরই ভক্ত। অন্তত তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্ট সে কথাই বলে। রিয়ালের প্রতি দুর্বলতা কখনো লুকাতে পারেননি রামোস। এই গেমার ও মডেল আগে ফুটবলারও ছিলেন। ব্রাজিলে খেলেছেন সিরি 'সি'-তে, স্পেনে সেগুন্দা বি।

রিয়ালের প্রতি নিজের দুর্বলতা গত বছর এই এপ্রিলেই (২১ এপ্রিল) প্রকাশ করেছিলেন রামোস। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্ন্যাবুতে নিজের একটি ছবি দিয়েছেন। ক্যাপশনে লেখেন, 'কালও এটা ছিল স্বপ্ন, আজ বাস্তব! এখানে আসার পর এটাই মনে হয়েছে। জীবন কী পাগলাটে আর এই জায়গাটা কী অবিশ্বাস্য! ভাবছি ঘরে সোফায় বসে চ্যাম্পিয়নস লিগে তাদের খেলা দেখেছি, কিন্তু আজ আমি সেই একই জায়গায়, যেখানে খেলে থাকেন আমার আদর্শরা। বিশ্বাস না হলেও জীবন এমনই, স্বপ্ন সত্যি হয়। শুধু বিশ্বাস করুন।'

এ ছাড়াও বার্ন্যবুর ডাগআউটে বসে থাকার একটি ছবি পোস্ট করেন রামোস। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'জিদান, আমাকে নিতে পার। ওহ্, আরেকটি অসাধারণ দিন।'

রামোসের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর কথা প্রকাশ করে এ সপ্তাহে সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন তোলেন নেইমারের মা নাদিন গঞ্জালভেস। ২০১৬ সালে নেইমারের সিনিয়রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন তিনি। এরপর থেকে একাই ছিলেন। হঠাৎ ইনস্টাগ্রামে রামোসের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ ছবি দিয়ে তিনি লেখেন, 'ব্যাখ্যাতীত বিষয়কে কখনো বর্ণনা করা যায় না, যদি সেভাবে বাঁচ।' ১২ লাখ অনুসারীর কাছে এভাবেই নিজের নতুন জীবনের কথা জানান নেইমারের মা। থিয়াগোও একই ছবি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে ক্যাপশনে শুধু লিখেছেন, 'ব্যাখ্যাতীত।'

করোনাভাইরাস হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ডালগ্লিশ

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার চার দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন লিভারপুলের সাবেক ফুটবলার ও কোচ কেনি ডালগ্লিশ।

পুরনো একটি রোগের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক নিতে গত বুধবার ৬৯ বছর বয়সী ডালগ্লিশ হাসপাতালে ভর্তি হলে রুটিন পরীক্ষার অংশ হিসেবে তার করোনাভাইরাস পরীক্ষাও করা হয়। রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

পুরোপুরি সুস্থ হতে সেল্টিকের সাবেক স্কটিশ এই ফরোয়ার্ড এখন নিজ বাড়িতে সেলফ-আইসোলেশনে থাকবেন। ডালগ্লিশ ১৯৭৭ সালে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার আগে সেল্টিকের হয়ে চারবার জেতেন স্কটিশ লিগ। লিভারপুলের খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে নয়বার ইংলিশ লিগ ও তিনবার জেতেন ইউরোপিয়ান কাপ। ব্ল্যাকবার্ন রোভার্সের কোচ হিসেবেও ১৯৯৫ সালে জেতেন প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা।

চলে গেলেন ফর্মুলা ওয়ান কিংবদন্তি মোস

পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ব্রিটিশ মোটর রেসিং প্রতিযোগিতার কিংবদন্তি স্যার স্টার্লিং মোস।

দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ভুগে রোববার ৯০ বছর বয়সে মারা যান তিনি। ফর্মুলা ওয়ানের চালকদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসেবে পরিচিত ছিলেন মোস। যদিও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা হয়নি তার। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সিঙ্গাপুরে ছুটি কাটানোর সময় বুকের সংক্রমণে ১৩৪ দিন হাসপাতালে ছিলেন তিনি। এরপর আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি মোস।

১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ৬৬টি ফর্মুলা ওয়ান রেসে অংশ নিয়ে ১৬টি জিতেছিলেন মোস। ১৯৫৫ সালে একমাত্র ব্রিটিশ চালক হিসেবে দেশের মাটিতে গ্রাঁ প্রিঁ জিতেছিলেন তিনি।

লিভারপুলের শিরোপা জেতা কি উচিত, প্রশ্ন করলেই শাস্তি

করোনাভাইরাসের কারণে সব কিছুই বন্ধ হয়ে আছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগও। শেষ পর্যন্ত কী হবে লিগের ভাগ্যে? লিভারপুল শিরোপা জিতবে, নাকি মৌসুম বাতিল হবে? এমন কোনো প্রশ্ন করলেই দুই সম্প্রচারক সংস্থা স্কাই স্পোর্টস ও বিটি স্পোর্টসের কিছু অধিকার কেড়ে নেবে লিগ কর্তৃপক্ষঠিক এক মাস হয়ে গেল প্রিমিয়ার লিগ স্থগিত হয়েছে। মোহামেদ সালাহ, সাদিও মানে, রাহিম স্টার্লিং, সার্জিও আগুয়েরো কিংবা রাশফোর্ড-আলিদের দেখা নেই, গোলের উৎসব নেই, টানটান উত্তেজনা নেই। কবে আবার মাঠে গড়াবে, তার ঠিক নেই। এক করোনাভাইরাসই সব গোলমাল পাকিয়ে দিল!

এই ধাক্কা শেষ করে প্রিমিয়ার লিগ কবে ফিরবে, তার এখনো পরিষ্কার কোনো দিকনির্দেশনা নেই। আদৌ এই মৌসুম শেষ হবে কি না, নাকি মৌসুম বাতিলই হয়ে যাবে, দিকনির্দেশনা নেই সেটিরও। দিকনির্দেশনা পাওয়ার আরেকটা পথও বুঝি বন্ধ হয়ে গেল!

খেলা বন্ধ থাকায় এতদিন খেলোয়াড়-কোচ-কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ঘরে বসে থাকা দর্শকের কিছুটা আগ্রহ পূরণের চেষ্টা করে গেছে প্রিমিয়ার লিগের দুই সম্প্রচারক সংস্থা স্কাই স্পোর্টস ও বিটি স্পোর্টস। কিন্তু সেখানে প্রশ্নগুলোর বেশিরভাগেই থেকেছে লিভারপুলের শিরোপা জেতা না জেতার প্রসঙ্গ, অথবা প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের কী হবে না হবে তা নিয়ে আলোচনা। কিন্তু এবার থেকে এমন কোনো প্রশ্ন করলেই স্কাই ও বিটির খেলোয়াড়-কোচদের কাছাকাছি যাওয়ার অধিকার কেড়ে নেবে বলে জানিয়েছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ।

লিগ বন্ধ হওয়ার আগে নিশ্চিত শিরোপার ঘ্রানই পাচ্ছিল লিভারপুল। পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। লিগে প্রতিটি দলের ম্যাচ বাকি আছে আর ৮-৯টি করে। সালাহ-মানে-ফন ডাইক-হেন্ডারসনদের হাত ধরে ৩০ বছরের লিগ শিরোপার আক্ষেপ ঘোচাবে লিভারপুল, এমন আশায় বুক বেঁধেছিলেন অলরেড সমর্থকেরা। সে আশা ভেস্তে যাওয়ার মতো এখনো কিছু হয়নি। বরং সব ইঙ্গিতই মৌসুম শেষ করার দিকে। জার্মানিতে কয়েকটি ক্লাব করোনার মধ্যেই অনুশীলনে ফিরেছে, স্পেনে আগামী সপ্তাহ থেকে অনুশীলনে ফিরতে পারে রিয়াল সোসিয়েদাদ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগও আগামী মাসের শেষ নাগাদ ফিরতে পারে বলে অনুমান।

ইংলিশ দৈনিক দ্য টাইমসকে লিগ কমিটির চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, প্রয়োজনে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের মতো নিরপেক্ষ কোনো ভেন্যুতে এক দিনে চারটি করে ম্যাচ আয়োজন করে লিগ শেষ করা হবে। এবং সেটি হতে পারে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে, লিগ তখন হবে শুধু টিভি ইভেন্ট। লিগ শেষ না করলে যে দলগুলো টিভিসত্ত্ব থেকে পাওনা কোটি কোটি টাকা হারাবে!

তা সেটা যখন হবে, তখন দেখা যাবে। আপাতত এ নিয়ে কোনো আলোচনা বা সংশয় হোক, সেটা চাইছে না লিগ কর্তৃপক্ষ। ইংলিশ দৈনিক ডেইলি মেইলের প্রতিবেদন, লিভারপুল শিরোপা জিতবে কি না, এই অবস্থায় শিরোপা লিভারপুলকে দিয়ে দেওয়া উচিত কি না, মৌসুম বাতিল করা হবে কি না, খেলা দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে কি না, ক্লাবের খেলোয়াড় ও অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন কাটা উচিত হবে কি না, কিংবা তাঁদের বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া উচিত হবে কি না... এমন কোনো প্রশ্নই আর খেলোয়াড়-কোচ বা কোনো ক্লাব কর্মকর্তাকে করতে পারবে না স্কাই ও বিটি স্পোর্টস। তেমন প্রশ্ন করলে সম্প্রচারস্বত্ত্বের কারণে খেলোয়াড়-কোচদের কাছে যাওয়ার যে অবাধ অনুমতি এখন পায় দুই সম্প্রচার সংস্থা, সেটি কেড়ে নেওয়া হবে।

স্কাইয়ের কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো এক বিবৃতিতে লেখা আছে, 'এটা পরিষ্কার, আমরা নির্দেশনা না মানলে প্রিমিয়ার লিগ এসব অনুমতি কেড়ে নেবে।' পাশাপাশি এটাও লেখা, 'ক্লাবগুলো এখন কাউকে (টিভির সামনে) সাক্ষাৎকারের জন্য পাঠাতে অনেক উদ্বিগ্ন থাকে, তাই আমাদের উচিত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।'

ওজন কমাতে কত কষ্টই না করছেন রিয়ালের 'নাম্বার সেভেন'

চেলসি ছেড়ে এই মৌসুমের শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদে যখন এলেন, তাঁর বাড়তি ওজন নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। একজন ফুটবলারের যেমন নির্মেদ গড়ন হওয়া দরকার, সেটা ছিল না এডেন হ্যাজার্ডের। মাঝে কিছুটা ঝরঝরে হয়ে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু আবার চোটে পড়ার পর আর করোনাভাইরাসের কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার সময়টাতে ওজন কিছুটা হয়তো বেড়েছে। ফলে এখন ওজন কমানোর লড়াইয়ে নেমেছেন বেলজিয়ান প্লেমেকার।

মৌসুমের শুরুতে লম্বা ছুটি পেয়ে রিয়ালের হয়ে একটু দেরি করে অনুশীলনে ফিরেছিলেন হ্যাজার্ড। ছুটিটা যে বেশ উপভোগ করেছেন, সেটা তাঁর ভারিক্কি গড়ন দেখে সবাই টের পেয়েছিল তখন। ফলে রিয়ালের জার্সিতে তাঁর ফর্ম ফিরে পেতেও সময় লেগেছে অনেক। স্পোর্টস ও ফুট ম্যাগাজিনের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেটা তখন অকপটে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন হ্যাজার্ড, 'আমি যখন ছুটিতে থাকি তখন আমি আসলেই ছুটির মতো ছুটি কাটাই। এই গ্রীষ্মে আমার ৫ কেজি ওজন বেড়েছে। আমি এমনই, খুব দ্রুত ওজন বাড়ে আবার আমি চাইলেই দ্রুত সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারি।'

নিজের শারীরিক গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন লিল ও চেলসির হয়ে ফ্রেঞ্চ ও ইংলিশ লিগ জেতা এই উইঙ্গার, '১৮ বছর বয়সে যখন আমি লিলে ছিলাম তখনই আমার ওজন ছিল ৭২ বা ৭৩ কেজি। আমি যখন পেশি বাড়ালাম তখনো ওজনও ৭৫-এ উঠেছিল। খুব বাজে অবস্থায় সেটা ৭৭-ও হতো। এ গ্রীষ্মে আমার ওজন ৮০ কেজি হয়েছিল কিন্তু সেটা ১০ দিনেই আমি কমিয়ে এনেছি।'

এখন করোনাভাইরাসের কারণে সব খেলা বন্ধ। খেলোয়াড়েরা নিজেদের বাসায় বসে আছে। বাসাতেই নিজেদের ফিট রাখার কাজ করে যাচ্ছেন। ব্যতিক্রম নন হ্যাজার্ডও। তবে নিজের এই স্থূলতা কমাতেও বাড়তি খাটতে হচ্ছে হ্যাজার্ডকে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই অনেক কষ্ট হচ্ছে তাঁর।কী সেই কষ্ট? শোনা যার তাঁর মুখ থেকেই, 'এই লকডাউনের মধ্যে আমি যখন-তখন রান্নাঘরে গিয়ে যা ইচ্ছা খেতে পারছি না। নিজের লোভ সংবরণ করতে হচ্ছে। আমি অনেক কম খাচ্ছি। বেশি খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখছি। ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ইচ্ছেমতো বনরুটি খাওয়া থেকে নিজেকে সংযত রাখছি। কাজটা অনেক কঠিন।'

যেভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন

দৌড়ের ট্র্যাকে বাকিদের সঙ্গে সব সময়ই দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন তিনি। কখনো এমনও হয়েছে যে দূরত্বটা বিশাল, সামর্থ্যের লড়াইয়ে তাঁর কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছেন টাইসন গে, জাস্টিন গ্যাটলিনের মতো স্প্রিন্টাররা। স্প্রিন্টের ট্র্যাকে এই তিনি-টা কে, তা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন!

উসাইন বোল্ট। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টের মোটামুটি শেষ কথা। অলিম্পিকে আটবার স্বর্ণপদকজয়ী এ স্প্রিন্টার ১০০,২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডধারী। বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার পরামর্শটা নিজের ঢংয়েই দিয়েছেন বোল্ট। দৌড়ের ফিনিশিং লাইন ছোঁয়ার সময় বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে নিজের প্রমাণ ব্যবধানের দূরত্ব দিয়েই বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় বুঝিয়েছেন সাবেক এ স্প্রিন্টার।

নিজের অফিশিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজ একটি ছবি পোস্ট করেছেন বোল্ট। ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে ১০০ মিটারে চূড়ান্ত দৌড়ের ছবি। ৯.৬৯ সেকেন্ডে সেই দৌড় শেষ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন বোল্ট। পরে ভেঙেছেন নিজেই।সে যাই হোক, ওই দৌড়ে ফিনিশিং লাইন ছোঁয়ার আগে বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বিস্তর ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন এই জ্যামাইকান। ওই দূরত্বটুকু দিয়েই সামাজিক দূরত্ব কীভাবে বজায় রাখা যায় তা বুঝিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী কিংবদন্তি। ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "সামাজিক দূরত্ব।"অর্থাৎ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখায় নিজেকে চেষ্টা করতে হবে সবচেয়ে বেশি। বাকিরা যেন কাছাকাছি কিংবা সংস্পর্শে আসতে না পারে তা বোঝাতে বোল্টের ছবিটি সত্যিই অভিনব। করোনার বিপক্ষে লড়াইয়ে এর আগে জ্যামাইকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে আর্থিক সাহায্য করেছেন বোল্ট।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৮ লাখ। সংক্রমিত মোট ১৮৫ দেশ মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার। সংক্রমণ এড়াতে ঘরে থাকার বিকল্প নেই।

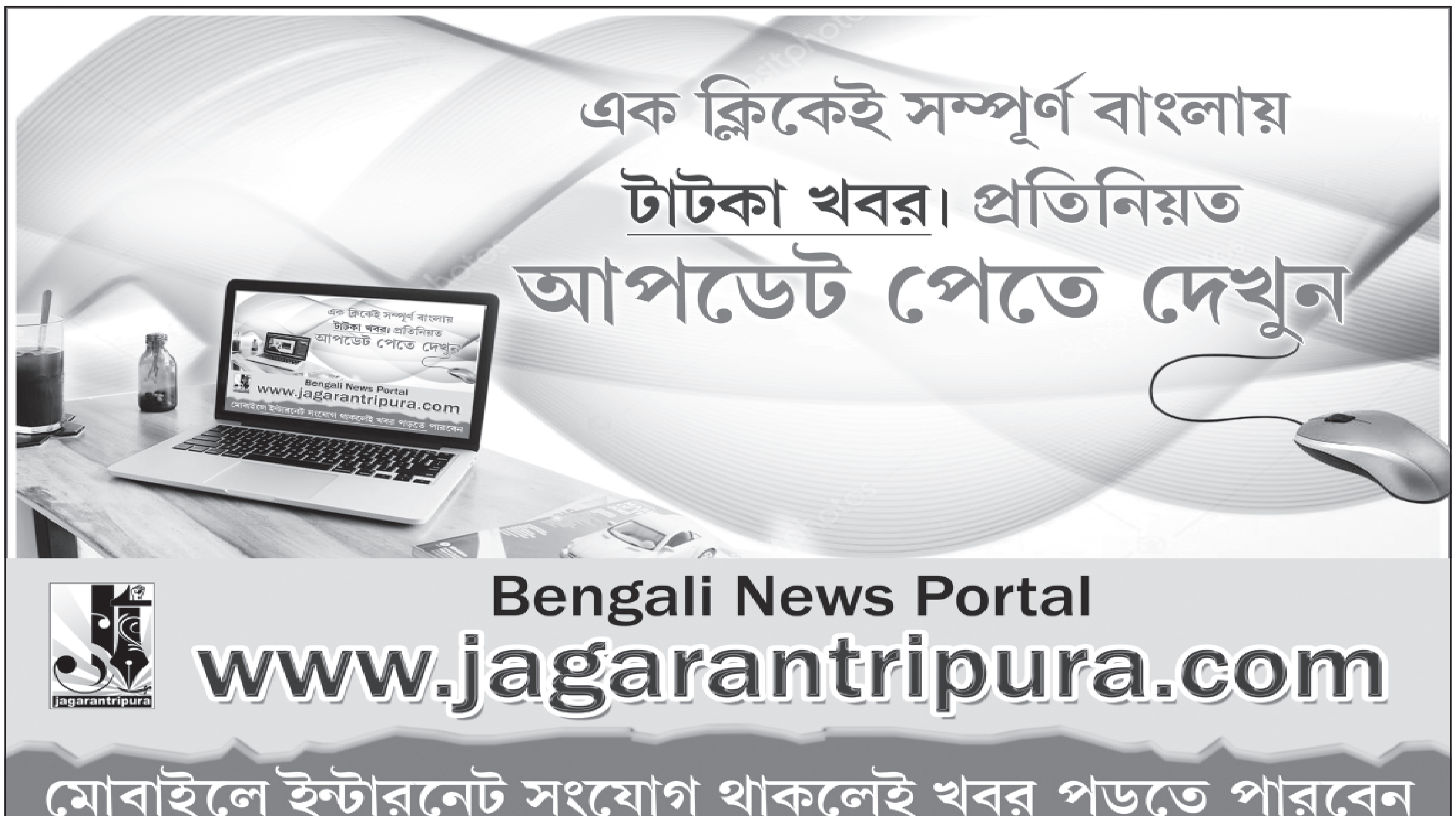

আজ বাঙালির বাংলা নববর্ষ। তাই বাজারে পসরা সাজিয়ে বসেছে সবজি ব্যবসায়ীরা। ছবি- নিজস্ব।

বিভিন্ন সামগ্রীর পাইকারী মূল্য বেশী রাখার অভিযোগ, মহারাজগঞ্জ বাজারে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ঃ লকডাউনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের পাইকারী সামগ্রী বিক্রেতারা অধিকমূল্য আদায় করে চলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার প্রশাসনের কর্মকর্তারা মহারাজগঞ্জ বাজারে মজুতদারদের দোকানে তল্লাসী চালিয়ে বিস্তারিত তথ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন।

পাইকারী বিক্রেতারা অধিক মূল্য আদায়ের অভিযোগ পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন। লকডাউন সোমবার ২০ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। লকডাউন চলাকালে ব্যবসায়ীরা যাতে কোনভাবেই কৃত্তিম সংকট তৈরী এবং অধিক মূল্য আদায় করতে না পারেন সেজন্য প্রশাসনের নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। সোমবার মহারাজগঞ্জ বাজারে হানাদারী চালান প্রশাসনের কর্মকর্তারা। বিভিন্ন দোকানে তল্লাসী চালিয়ে বিভিন্ন পন্য সামগ্রীর গুণগত মান, মূল্য, এক্সপিয়ারী ডেইট ইত্যাদি খতিয়ে দেখেছেন। পাইকারী বাজারে অধিক মূল্য আদায়ের তেমনর কোন প্রমাণ হাতে আসেনি প্রশাসনের। তবে, খুচরো বাজারে অধিক মূল্য আদায়ের কিছু কিছু অভিযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রেও প্রশাসনের তৎপরতা টের পেলেই তারা সাবধান হয়ে যাচ্ছে।

বটতলা পাইকারী বাজারের ব্যবসায়ীরা জোরগলায় দাবি করেছেন তারা কোন জিনিসের অধিক মূল্য আদায় করছেন না। তবে, সিগারেট, বিড়ি, ইত্যাদি নেশাজাতীয় সামগ্রীর মূল্য খুচরো বাজারে আকাশ ছোয়া। এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মজুতদারদের দাবি লকডাউনের আগেই এসব সামগ্রীর মজুত তাদের কাছে শূন্য হয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই সিগারেটসহ এসব সামগ্রীর অধিক মূল্য আদায়ের কোন প্রশ্নই উঠে না।

কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ বাধারঘাট শিল্পাঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সোমবার বাধারঘাট শিল্প শিল্পতালুক এলাকায় শ্রমিক পরিবার গুলির মধ্যে চাল, ডাল, তেল, মশলা, সাবান ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহাসচিব সমর রায় বলেন, কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতার কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় গরিব, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা যাতে অনাহারে না থাকেন সেজন্য ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন টানা পাঁচদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছে। এই প্রয়াস জারি থাকবে। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলিকেও এগিয়ে আসার জন্য ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রথা অনুযায়ী সন্ন্যাসী নিজ বাড়িতেই করলেন চড়ক পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ।। গ্রাম ত্রিপুরার ১২ মাসে তের পার্বনের অন্যতম পার্বন চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পুজো ও মেলা। প্রতিবছরই গ্রাম ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে চড়ক পুজা ও মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শহরতলিতেও চড়ক মেলাকে কেন্দ্র করে উৎসাহ উদ্দীপনার কোনও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি বিগত বছরগুলিতে। কিন্তু এবছর লকডাউনের কবলে পড়ে চড়ক পুজা ও মেলা পুরোপুরি ম্লান হয়ে গেছে। কোথাও মেলা বসছে না। প্রথা অনুযায়ী অনেক সন্ন্যাসী নিজের বাড়িতে বা ছোট কোন এলাকায় পুজো করছেন। তবে চড়ক গাছ তোলা হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে যাবতীয় সামাজিকতা ও পুজা পার্বন বন্ধ রাখারই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে কারণেই এবছর চড়ক পুজা ও মেলা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কোন গুঞ্জন নেই।

আস্থা ভোট নিয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, মধ্যপ্রদেশ কাণ্ডের রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): মধ্যপ্রদেশের আস্থা ভোট নিয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে সোমবার জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কংগ্রেসের পিটিশন খারিজ করে দেন।

সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার রায় দিতে গিয়ে জানায়, ২২ জন বিধায়কের অনুপস্থিতিতে আস্থা ভোট করানোর যাবে না বলে যে দাবি কংগ্রেস করেছিল। সেই দাবি একেবারে ভ্রান্ত ছিল। ওই ২২ জন বিধায়ককে বিধানসভায় যাওয়ার জন্য বাধ্য করা যায় না। কারণ নাগরিক হিসেবে এই ২২ জন বিধায়ক নিজের ইচ্ছায় জানাবে তারা কার পক্ষে যাবে। ওই ২২ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজ করে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন করার যে দাবি কংগ্রেস করেছিল তাও এদিন খারিজ করে দেয় দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ছয় জন বিধায়কের ইস্তফা দেওয়ার পর। বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা ১১৪ থেকে কমে ১০৮ গিয়ে দাঁড়ায়। বিধানসভার সবমিলে বিধায়ক সংখ্যা ২২২ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতেও অধ্যক্ষের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করেননি রাজ্যপাল। বিধায়কদের ইস্তফাপত্র যাচাই করার বিষয়টি অধ্যক্ষের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজ্যপাল আস্থা ভোট করার নির্দেশ দিলেও বিধানসভা ২৬ শে মার্চ পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। এতে করে রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিত এবং ঘোড়া কেনাবেচা শুরু হয়ে যেত। যা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। ১৯৯৯ সালে উত্তর প্রদেশের জগতম্বিকা পাল, ২০০৫ ঝাড়খন্ডে অনিল কুমার ঝাঁ, ২০১৭ গোয়ার চন্দ্রকান্ত কাভলেকর মামলার উদাহরণ টেনে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে এই তিনটে মামলারই আস্থা ভোটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৯ মার্চ দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট মধ্যপ্রদেশে ২০ মার্চ আস্থা ভোট করানোর নির্দেশ দেন। আদালতের তরফে বলা হয়েছিল যে রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধ করতেই আস্থা ভোট করাটা একান্ত জরুরী।

কিন্তু তার আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন কমলনাথ। ১৯ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল ভিডিও ক্যামেরার সামনে আস্থা ভোট করতে হবে। কর্ণাটক থেকে বিক্ষুব্ধ বিধায়কেরা যদি ভোট দিতে আসতে চান। তবে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে কর্নাটকের ডিজিপিকেই। হাত তুলিয়া সাপোর্ট করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

বেসরকারি ল্যাবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে থাকা মানুষ বিনামূল্যে করাতে পারবে করোনার পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা করাতে গেলে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে থাকা মানুষদের কোন টাকা দিতে হবে না। অর্থাৎ তারা বিনামূল্যেই এই পরীক্ষা করাতে পারবেন। যাদের সামর্থ্য আছে তারাই টাকা দিয়ে বেসরকারী প্যাথলজিক্যাল ল্যাব গুলোতে নিজেদের করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা করাতে পারবে। এক্ষেত্রে এই সকল বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবগুলো সর্বোচ্চ ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত নিতে পারবে। সোমবার দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে এমনই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

এদিন শুনানি চলাকালীন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ এর তরফ থেকে আদালতের কাছে বেসরকারী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা বিনামূল্যে করার যে নির্দেশ দেশের শীর্ষ আদালত দিয়েছিল, তা পরিবর্তন করার দাবি তোলা হয়। শুনানি চলাকালীন আদালতকে আরও জানানো হয় যে এখনো পর্যন্ত যতজনের করানোর পরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে ৮৭ শতাংশ পরীক্ষা সরকারি ল্যাবগুলিতে বিনামূল্যে করানো হয়েছে। এরপরই আদালত তার আগের রায় সংশোধন করে নতুন রায় দিয়ে জানায় যে আয়ুষ্মান প্রকল্পের আওতায় থাকা দেশের ৫০ কোটি মানুষ করোনার নির্ধারণের পরীক্ষা বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাব গুলোতে বিনামূল্যে করাতে পারবে। পাশাপাশি মারণ এই রোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা করে দেশের শীর্ষ আদালত।

অস্থি বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন ডা: কুশল কান্ত নিজের দায়ের করা পিটিশনে আদালতকে জানায় বেসরকারী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে পরীক্ষা করানোর জন্য গরিবদের পৃথক একটি কোটায় আনা হোক। আদালত ৮ এপ্রিল দেওয়া তার রায়কে সংশোধন করুক। পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে ল্যাব তৈরি করার আর্জি জানানো হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে ৮ এপ্রিল দেওয়া এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল যে সরকারি এবং বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা বিনামূল্যে হবে। এ দিনটা সংশোধন করা হয়।

ভূবনবনে রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ঃ রামঠাকুর সেবামন্দিরের উদ্যোগে সোমবার ভূবনবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আশা কর্মীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বন্টন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় লকডাউন ঘোষণা করায় মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা পৌঁছে দেওয়া অনেকাংশই বিঘ্নিত হচ্ছে। আশাকর্মীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে তাদের দায়দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আশা কর্মীদের এই সেবামূলক কাজের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি প্রত্যেক আশা কর্মীকে মাস্ক ব্যবস্থা করতে এবং সাবধানতা অলম্বন করে কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। যেকোন অসুবিধা কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হলে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক একমাসের মধ্যে প্রত্যেক আশা কর্মীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করবেন বলে জানান। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সরকার ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত সকল নিয়মকানুন মেনে চলতে আহ্বান জানয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

অসুস্থতায় মৃত্যু প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এম ভি রাজাশেখরণ

বেঙ্গালুরু, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর জীবনাবসান। প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এম ভি রাজাশেখরণ। সোমবার বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রাজাশেখরণ।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

পরিবার সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এম ভি রাজাশেখরণ। চিকিৎসাধীন ছিলেন বেঙ্গালুরুর একটি প্রাইভেট হাসপাতালে, সোমবার ওই হাসপাতালেই জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। রেখে গেলেন স্ত্রী গিরিজা রাজাশেখরণ, দুই ছেলে এবং দুই মেয়েকে। ১৯২৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কর্ণাটকের রামানগর জেলার মারালাওয়াড়িতে জন্ম এম ভি রাজাশেখরণের। কৃষিবিদ এবং গ্রাম উন্নয়ন পরামর্শদাতা ছিলেন তিনি। প্রবীণ কংগ্রেস নেতার গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা, অত্যন্ত মূল্যবান রাজনীতিক ছিলেন এম ভি রাজাশেখরণ।

করোনা : দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু বেড়ে ২১৭, সংক্রমিত ১০,৫৩৭

সিওল, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ জন। নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ২১৭-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ৫৩৭।

সোমবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৩ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৫ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০, ৫৩৭ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন, মৃতের সংখ্যা ২১৭-তে পৌঁছেছে।

কোভিড-১৯ বিশ্বে মৃত্যু বেড়ে ১১৪,০৯০, আক্রান্ত কমপক্ষে ১,৮৪০,৬৮০

ওয়াশিংটন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের হানায় ত্রস্ত্র পৃথিবী। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১১৪, ০৯০-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ১,৮৪৬, ৬৮০ জন মানুষ।

১৩ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ১,৮৪৬,৬৮০ জনেরও বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১১৪,০৯০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৬,৩৬৩, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৬,৮৩১, আমেরিকায় ৫৫৫,৩১৩, ফ্রান্সে ১৩৩, ৬৭০ এবং জার্মানিতে ১২৭, ৮৫৪ জন।

করোনা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীকে ফের চিঠি সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল(হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সোমবার তিনি দাবি জানান, লকডাউনের সময় দেশের কেউ যেন ক্ষুধার্ত না থাকে। তা নিশ্চিত করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে তিনি প্রশংসা করেছেন তিনমাস জনপ্রতি বিনামূল্যে ১০ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা ঘোষণার।

দেশে করোনা নিয়ে উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হতে আগেও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। নির্মাণ শ্রমিকদের আর্থিক প্যাকেজ-সহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছিলেন সোনিয়া। এরপরও একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আজ আবারও করোনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সভানেত্রী। এদিনের চিঠিতে তিনি দাবি জানান, লকডাউনের সময় যেন দেশের কেউ যেন ক্ষুধার্ত না থাকে, তা প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এপ্রিল থেকে জুন--- এই তিনমাস জনপ্রতি বিনামূল্যে ১০ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়ার ঘোষণারও প্রশংসা করেন তিনি। এদিনের চিঠিতে কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সোনিয়া লিখেছেন, "আরও তিন মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন তথা এনএফসিএ মেনে জনপ্রতি ১০ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়া হোক।" তিনি আরও লিখেছেন, "যাঁদের কাছে এনএফসিএ কার্ড নেই তাঁদেরও যেন ছ'মাসের জন্য সেই সুবিধা দেওয়া হয়।"

ভারতের কাছে যে খাদ্যশস্য মজুত আছে তাকে কাজে লাগানোর দাবি জানিয়েছেন সোনিয়া। প্রধানমন্ত্রীকে কংগ্রেস সভানেত্রী লিখেছেন, "এর ফলে সকলেরই খাবারের জোগান বজায় থাকবে। অতিমহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন কেউ ক্ষুধার্ত না থাকেন।"

টানা লকডাউনের ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে তাতে বহু মানুষের খাদ্যের অভাব হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সোনিয়া।

এমনিতেই কংগ্রেস নেতারা ধারাবাহিক ভাবে কেন্দ্রের কাছে গরিব মানুষের হাতে নগদ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সের আগে টুইট করে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম আর্জি জানান, যেন গরিব মানুষের জন্য আর্থিক প্যাকেজের দাবি তোলেন মুখ্যমন্ত্রীরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩২৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। মৃত্যু হয়েছে ৫১ জনের। দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৩৫২ জন। এই পরিস্থিতিতে বিনামূল্যে আরও তিনমাস অর্থাৎ মোট ছ'মাস খাদ্যশস্য সরবরাহের দাবি তুললেন সোনিয়া।

বেসরকারি হাসপাতালের রাষ্ট্রয়ত্তকরণের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে রাষ্ট্রায়াত্তকরণের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি অশোক ভূষণের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেন যে এই ধরনের কোন নির্দেশিকা সুপ্রিমকোর্ট দিতে পারে না।

কর্তব্যরত প্রতিটা ব্যক্তি নিজেদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে চলেছেন। করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আইনজীবী অমিত দ্বিবেদী নিজের দায়ের করা পিটিশনে দাবি করেছিলেন যে করোনা রোধে স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর নির্ভরতা অনেক বেশি বাড়ানো উচিত। সরকারি হাসপাতালগুলির একার পক্ষে এই চাপ নেওয়া সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জামের পাশাপাশি পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার খরচ অনেক কম। ২০২০ সালের সাধারণ বাজেটে ভারত সরকার তার মোট বাজেটের ১.৬ শতাংশ খরচ করে থাকে। প্রথম থেকেই স্বাস্থ্য পরিষেবায় কম খরচ করার একটা প্রবণতা সরকারের রয়েছে।

ফলে এই ক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে রয়েছে দেশ।

অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে চিকিৎসা পর্যটনে ভারত অনেক উন্নতি করেছে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের জন্য এই চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়াটা খুবই দুরূহ. কারণ তা খুবই ব্যয়বহুল।

টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঊনকোটি জেলা শাসককে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরা টি ওয়ারকার্স ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে আজ উনকোটির জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং-এর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। হীরাছড়া, নটিংছড়া, সোনামুখী এবং দেবস্থল এই চারটি চা বাগানের প্রতিটি চা শ্রমিক পরিবারদের রেশন এবং মাসে ১০০০ টাকা দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এই ৪টি চা বাগান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। এই লকডাউন সময়ে শ্রমিকরা অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করছে। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার টি ওয়ারকার্স ইউনিয়ন এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এবং কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সভাপতি বাণীকন্ঠ অধিকারী।

সামাজিক দায়বদ্ধতা মানাতে ব্যর্থ অফিসারদের দায়ী করার দাবি ধনকরের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : সামাজিক দূরত্ব এবং ধর্মীয় সমাবেশ দেখভালের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত যেসব অফিসার ব্যর্থ, তাঁদের চিহ্নিত করার দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকার। সোমবার তিনি এরকম একটি টুইট করেছেন।

রাজভবন থেকে লকডাউন প্রত্যাহারের আবেদন করে রাজ্যপাল লিখেছেন, এখন যুদ্ধকালীন একটা পরিস্থিতির মাঝে রয়েছি। রাজ্যের সাথে এক হয়ে অতিমারীর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হুঁশিয়ারির ভিত্তিতে ধরতে হবে সঠিক পথ।

মুম্বইয়ের ধারাভিতে করোনা-আক্রান্ত আরও ৪ জন, মৃত্যু একজনের : বিএমসি

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): উদ্বেগ আরও বাড়ল! মুম্বইয়ের ধারাভি বস্তিতে আরও ৪ জনের শরীরে মিলল মারণ করোনাভাইরাস। তাঁদের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে একজনের। সোমবার সকাল পর্যন্ত ধারাভিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭-এ পৌঁছেছে এবং মৃতের সংখ্যা ৫।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) জানিয়েছে, ধারাভি বস্তিতে নতুন করে ৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একজনের। বিএমসি জানিয়েছে, ধারাভির মদিনা নগর, জনতা কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি এবং গুলমোহর চাওল এবং নেহরু চাওল-এ ৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নেহরু চাওল-এ মৃত্যু হয়েছে ৬০ বছর বয়সী পৌঢ়ের। সিওন হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই পৌঢ়ের।প্রসঙ্গত, ভারতে ৯ হাজার ছাড়িয়েছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্র করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৮৫।

করোনা প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত আমেরিকায়, বিষন্নতায় কাটল ইস্টার সানডে

ওয়াশিংটন, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যুর নিরিখে বিশ্বের সমস্ত দেশকে ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে গিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন মুলুকে এখনও মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। আমেরিকায় ইতিমধ্যেই প্রায় ২২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘণ্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১, ৫১৪ জনের। এবার বিষন্নতার মধ্যেই কাটল ইস্টার সানডে। করোনা-আতঙ্কে গৃহবন্দিই ছিলেন মার্কিন মুলুকের বাসিন্দারা। গির্জাগুলিও ছিল ফাঁকা। গুড ফ্রাইডের পরের রবিবার খুবই আনন্দের দিন বলে মনে করেন খ্রিস্টানরা। জিশু খ্রিস্ট ওই দিনই ফের জন্মেছিলেন বলে মনে করা হয়। তাই এই দিনটা হল তাঁদের উৎসবের দিন। কিন্তু, করোনা-আতঙ্ক ও সংক্রমণ রুখতে উৎসবে সামিল হননি কেউ।

মাত্র ২৪ ঘণ্টাতেই আক্রান্ত ১০৮, ফের করোনা-আতঙ্কে কাঁপছে চিন

বেজিং, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): চিনে ফের নতুন করে করোনাভাইরাসের আতঙ্ক! চিনের মূল ভূখণ্ডে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই এই ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হলেন ১০৮ জন। সোমবার সকালে চিনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশন (এএইচসি) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। চিনে এই মুহূর্তে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮২ হাজার ১৬০ জন। মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩,৩৪১-এ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড : শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার টুইট করে উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু লিখেছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য...দুঃখজনক ঘটনাটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অন্ধকারতম অধ্যায়।

টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, "আজকের দিনে জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্মমভাবে যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল, সেই সমস্ত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমরা তাঁদের সাহস এবং ত্যাগ কখনই ভুলব না। তাদের বীরত্ব ভারতীয়দের ভবিষ্যতে অনুপ্রাণিত করবে।"

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।